কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

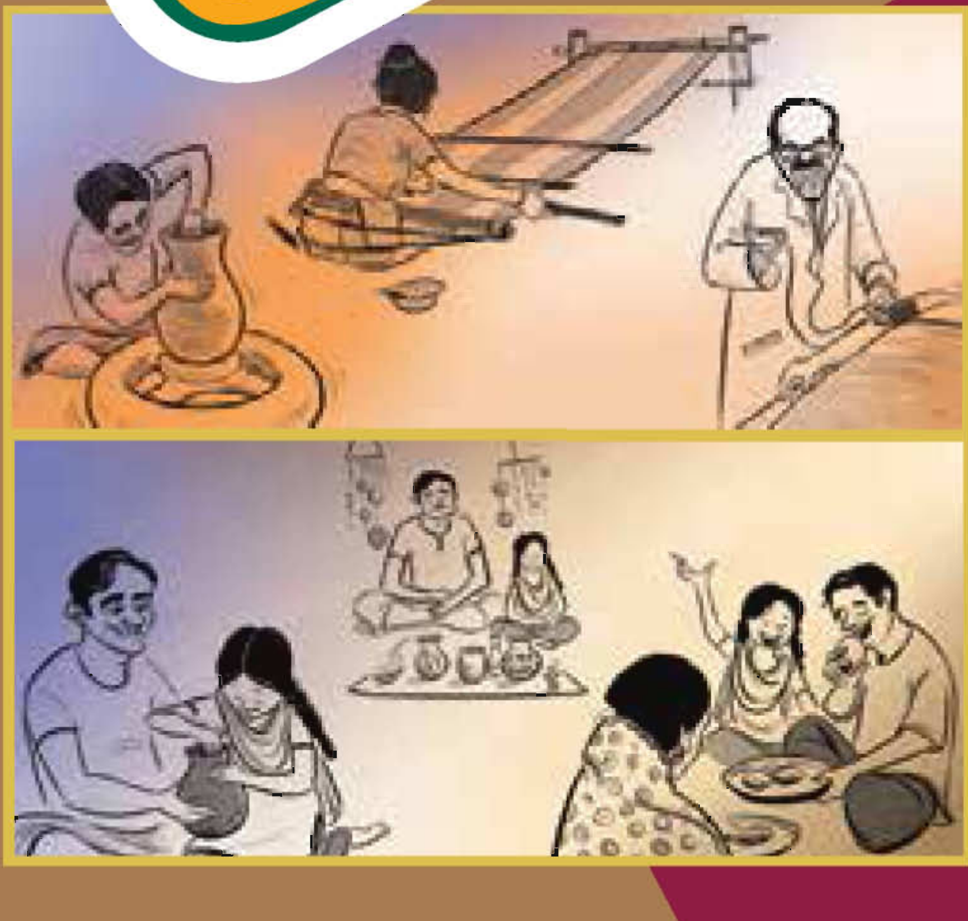

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
থেকে দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

দাখিল

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান

মোঃ শাহরিয়ার হায়দার

সুমেরা আহসান

সম্পাদনা

ড. মেহতাব খানম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ :সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ :সেপ্টেম্বর, ২০১৫

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নির্দেশনা অনুসারে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্ম ও পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষার ধারা নির্ধারণে সক্ষম করে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতামূলক মনোভাবসম্পন্ন, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে নবপ্রবর্তিত এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	মেধা, কায়িকশ্রম ও আত্ম-অনুসন্ধান	১–৩৫
দ্বিতীয়	আমাদের কাজ : যেগুলো অন্যেরা করে	৩৬–৪৯
তৃতীয়	আমাদের শিক্ষা ও কর্ম	৫০–৮০

প্রথম অধ্যায়

মেধা, কায়িকশ্রম ও আত্ম-অনুসন্ধান

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মানব জীবনে শ্রমের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল হতে আগ্রহী হব;
- শ্রমের মর্যাদা প্রদানে আগ্রহী হব;
- নেতৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে নৈতিক ও দায়িত্বশীল আচরণে উদ্বুদ্ধ হব;
- অন্যের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব ।

পাঠ : ১ ও ২

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মেধা ও কায়িক শ্রম

আমরা এখন নিজেদের সভ্য ও আধুনিক মানুষ হিসেবে দাবি করি। কিন্তু এ অবস্থানে আসতে পারি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। মানুষের মেধা ও শ্রমের যুগপৎ সম্মিলনে আমরা আজকের এ অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানবজাতির মেধা ও কায়িকশ্রম উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। এসো তার কিছুটা আমরা জেনে নিই।

দক্ষিণ এশীয় সভ্যতা

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ ছিল আমাদের আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় সত্তর হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল। তারা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ভূমি খুব উর্বর। বনে-জঙ্গলে জন্মাত নানা ফলের গাছ। সে সময়ে মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করত। তারা কিন্তু সব ফল খেত না। তারা শিখেছিল কোন ফল খাওয়া যায় আর কোন ফল খাওয়া যায় না। তখন বসতি স্থাপন করা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। বসতি স্থাপনের জন্য তাদের গুহা খুঁজে বের করতে হতো। কখনো কখনো তারা উঁচু ঢালে গুহা খনন করত। যথাযথভাবে গুহা খনন করা না হলে মাটি ধসে ক্ষতি, এমনকি মারা যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল।

তাই গুহা খনন করাটা ছিল একটা বিশেষ দক্ষতা। কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রমের যৌথ প্রয়োগে প্রাচীন মানুষ এ দক্ষতা অর্জন করেছিল। এছাড়া সে যুগের মানুষকে পানির কথাও ভাবতে হতো। পানি ছাড়া জীবন চলে না। তাই প্রাচীন সভ্যতা সাধারণত নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া নদীর দু'পাশের জমি বেশ উর্বর হওয়ায় সেখানে ফলের গাছ সহজে জন্মাত। এ ধরনের জায়গায় বসতি স্থাপন ছিল সুবিধাজনক। বসতি স্থাপনের জন্য

এমন জায়গা তাদের নির্বাচন করতে হতো যা প্রাকৃতিক বিপদমুক্ত। আশেপাশে শিকার করার মতো প্রাণী ও ফলমূল ইত্যাদি সহজে পাওয়ার সুবিধা থাকার পাশাপাশি থাকতে হবে পানি। বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ এসব বুঝতে পেরেছিল। তাই বলা যায় বসতি স্থাপনের জন্য জায়গা নির্বাচন করা মেধাশ্রমের উদাহরণ। আবার জায়গা নির্বাচনের পর সেখানে বসতবাড়ি গড়ে তুলতে মানুষকে অনেক কায়িকশ্রম করতে হতো।

উপরের চিত্রে একজন মানুষ তার থাকার জায়গা তথা বাসস্থানের কথা চিন্তা করছে; চিন্তা করছে সে অনুযায়ী বাড়ি বানানোর। এর পাশাপাশি চিন্তা করছে বাড়িটি বানাতে কী কী উপাদান লাগবে। তারপর সে চিন্তা করে বের করবে এসব উপাদান কোথায় পাবে, কীভাবে সংগ্রহ করবে। এ সকল ভাবনা-চিন্তার কাজই হলো মেধাশ্রম। আবার বাড়ি বানানোর উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে এবং বাড়ি বানাতে তাকে কায়িকশ্রম করতে হবে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, এখন নয় বরং সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রম উভয়ই ছিল।

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর: এখানে কোথায় মেধাশ্রম ও কোথায় কায়িকশ্রম চিহ্নিত কর।

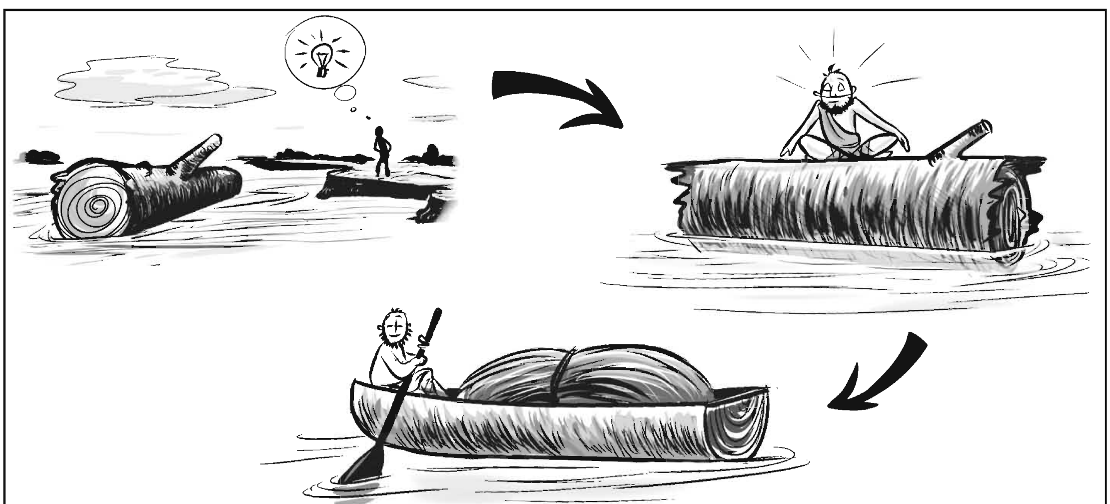

২০২০

আমাদের ভূখণ্ডে প্রাচীন সভ্যতা

আড়াই হাজার বছরেরও প্রাচীন আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। রাজধানী ঢাকার অনতিদূর নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে মিলেছে এমন সব নিদর্শন, যার ভিত্তিতে লিখতে হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পাহাড়ের গুহা ও গাছের কোটরে বাস করত। মানুষের প্রথম স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে। আর ভারতের মেহেরগড়ে মিলেছে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম কৃষিনির্ভর স্থায়ী বসতির নিদর্শন। উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে মাটিতে গর্ত করে বসবাসের উপযোগী ঘরের চিহ্ন 'গর্ত-বসতি'। এখানকার দুর্গ-নগরের অভ্যন্তরে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের প্রাচীন একটি ঘরের ধসে পড়া মাটির দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একমাত্র উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়া বাংলাদেশে এ ধরনের মাটির প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। শুধু গর্ত-বসতি নয়, উয়ারী-বটেশ্বরে মিলেছে এমন সব নিদর্শন, যা দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে আমাদের সভ্যতা আড়াই হাজার বছরের পুরোনো। উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে: মূল্যবান পাথরের পুঁতি, মাটির পাত্র, বাটখারা, মুদ্রা, রাস্তা, ইটের পূর্ণ কাঠামো, গর্ত-নিবাস প্রভৃতি।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকেরা মাটি খননকালে একটি পাত্রে কয়েকটি মুদ্রা পান, যা ছিল বঙ্গ ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, বন্দর, রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তা, পোড়ামাটির ফলক, পাথর ও কাচের পুঁতি, মুদ্রাভাণ্ডারসহ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও আরো অনেক কিছু। নেদারল্যান্ডের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর এখানকার দুর্গ-নগর বসতিকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উয়ারী গ্রামে ৬০০ মিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বর্গাকৃতি দুর্গ-প্রাচীর ও পরিখা রয়েছে। ৫.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আরেকটি বহির্দেশীয় দুর্গ-প্রাচীর ও পরিখা আড়িয়াল খাঁ নদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিকে স্থানীয় লোকজন অসম রাজার গড় বলে থাকেন। এরূপ দুটো প্রতিরক্ষা প্রাচীর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের নির্দেশক, যা প্রাচীন নগরায়ণেরও অন্যতম শর্ত। উয়ারী গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৬০ মিটার দীর্ঘ, ৬ মিটার প্রশস্ত একটি প্রাচীন পাকা রাস্তা, যা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ইটের টুকরা, চুন, উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্রের টুকরা, তার সঙ্গে রয়েছে মাটির লৌহযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা। এত দীর্ঘ ও চওড়া রাস্তা এর আগে পুরো গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ সভ্যতার কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ বলতে সিন্ধু সভ্যতার পরের নগরায়ণের সময়কে বোঝায়। এই রাস্তাটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সিন্ধু সভ্যতার পর ভারতবর্ষের পুরোনো রাস্তার একটি।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদের মিলনস্থলের কাছে কয়রা নামের একটি নদীখাদ রয়েছে, যার দক্ষিণ তীরে গৈরিক মাটির উঁচু ভূখণ্ডে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান। টলেমির বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, আদি যুগে উয়ারী-বটেশ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের মালামাল সংগ্রহ ও বিতরণের সওদাগরি আড়ত হিসেবে কাজ করত। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে স্থানটি আদিকাল পর্বের বহির্বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে অনুমিত হয়।

দলগত কাজ

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচিত অংশ হতে মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমের উদাহরণগুলো চিহ্নিত কর।

পাঠ : ৩

আগুন আবিষ্কারের কাহিনী :

আধুনিক সভ্যতায় আগুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার শুরুতেই মানুষ আবিষ্কার করেছিল আগুন। বলা হয়ে থাকে যে কয়েকটি আবিষ্কার মানুষকে সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত করেছে তার মধ্যে আগুন অন্যতম। মানব সভ্যতার শুরুর দিকে যখন মানুষ গুহায় কিংবা গাছের ডালে বাস করত তখন আগুন ছিল তাদের কাছে খুব ভয়ের বিষয়বস্তু। তারা আগুনকে ভাবত দেবতার রোষের বহিঃপ্রকাশ। তাই বনে আগুন লাগলে তারা দেবতাকে খুশি করার জন্য নানাকিছু করত। এভাবে শত শত বছর চলে যাওয়ার পর তারা আবিষ্কার করেছে প্রকৃতিতে কীভাবে আগুন সৃষ্টি হয়। কীভাবে শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে সৃষ্টি হওয়া স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে বিশাল আগুন। আবার পাথরে পাথরে ঘষা লেগে কীভাবে আগুন সৃষ্টি হয় সেটাও মানুষ আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু শুধু আগুন সৃষ্টি করলেই তো হবে না, আগুনের উপর নিয়ন্ত্রণও থাকতে হবে। আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করতে, আগুনকে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে মানুষের অনেক বছর সময় লেগেছে।

প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে শেখা, আগুন ধরানোর কৌশল আয়ত্ত করা ইত্যাদি মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রমের সমন্বিত উদাহরণ। আগুনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আগুনকে নিজের কাজে লাগানোর দক্ষতা মানুষ অর্জন করেছে মেধাশ্রম ও কায়িকশ্রম একসাথে প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আচ্ছা, ভেবে দেখ তো, আগুন ধরাতে না হয় মানুষ শিখল, কিন্তু আগুনকে নিজের কাজে কীভাবে লাগানো যায়, কোন কোন কাজে লাগানো যায় তা মানুষ শিখল কীভাবে ?

কোনো একদিন হয়তো কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ খাবারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে হয়তো দাবানলের আগুনে পুড়ে যাওয়া কোনো প্রাণীর মাংস তারা খেয়ে বেশ মজা পেয়েছিল। সবাই দেখল যে কাঁচা মাংসের চেয়ে পোড়া মাংসের স্বাদ ভালো। তখন তারা মাংস আগুনে পুড়িয়ে খেতে শুরু করে। এভাবে প্রচলন হয় রান্নার। অর্থাৎ মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে। আমরা এখনও প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে অনেক কিছু শিখি। আগের দিনে তো দিয়াশলাই ছিল না, ছিল না গ্যাস লাইটারও। মানুষকে পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালাতে হতো। এভাবে আগুন জ্বালানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তাই বেশিরভাগ মানবগোষ্ঠী সবসময় আগুন জ্বালিয়ে রাখত। কীভাবে দীর্ঘ সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে তা মানুষ শিখেছিল মেধাশ্রমের মাধ্যমে। মেধাশ্রম মানুষকে শিখিয়েছিল তার জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বস্তু ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে। প্রাচীন মানুষের কোনো আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ছিল না, প্রকৃতির কোলে বসে প্রকৃতি থেকে তারা শিখত। প্রকৃতির নানা ঘটনা দেখে তারা সেটা নিয়ে ভাবত, চিন্তা করত ও মাথা খাটাত। এভাবে মাথা খাটানো মেধাশ্রমের উদাহরণ। অর্থাৎ মেধাশ্রমের মাধ্যমে তারা অনেক কিছু শিখত। যেমন– প্রাচীন মানুষরা খেয়াল করেছিল বাতাস না থাকলে আগুন জ্বলে না। আবার বেশি বাতাসে আগুন নিভে যায়। কাজেই আগুন জ্বালানোর জন্য বাতাস নিয়ন্ত্রণ করাটা জরুরি। আবার ভেজা কোনো কিছুতে আগুন লাগে না। সেটাও মানুষ শিখেছে মেধাশ্রমের মাধ্যমে।

পাঠ : ৪

চাকা আবিষ্কার : একটি মাইলফলক

অনেক অনেক আগে মানুষ একা একা বসবাস করত। একসময় তারা বুঝতে পারল একা একা বাস করা খুব কঠিন। সব কাজ নিজেকেই করতে হয়। এছাড়া বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয় তো আছেই। তাই তারা আস্তে আস্তে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করল। ভবঘুরে মানুষ হলো সমাজবদ্ধ, সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসের প্রয়োজনে মানুষকে অনেক কিছু করতে হতো। অনেক ভারি দ্রব্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে হতো। যেমন- বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, উপাসনালয় ইত্যাদি তৈরির জন্য বড় বড় পাথর খণ্ড। বলতে পার এসব পাথর মানুষ কীভাবে বহন করত? প্রথম প্রথম এসব বড় পাথর খণ্ড ও অন্যান্য জিনিস মানুষ নিজেদের কাঁধে মাথায়ও বহন করত। কিন্তু এতে অনেক শারীরিক সমস্যা হতো। তখন তারা ভারি বস্তুগুলো গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে নেওয়ার কৌশল বের করল।

এভাবে অনেক দিন চলল। বড় বড় ইমারত, পিরামিড ইত্যাদি তৈরির জন্য বিশাল বিশাল পাথর তারা এভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগত। অনেক গাছ কাটতে হতো। তাই তারা গাছের গুঁড়ির আকৃতির কোনো কিছু বানানোর চেষ্টা করল।

এভাবে মানুষ আজ থেকে প্রায় ৫৬০০ বছর পূর্বে চাকা আবিষ্কার করেছিল। সাথে সাথে তারা চাকা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনও তৈরি করেছিল। প্রাচীনকালে তো আজকের মতো আধুনিক যানবাহন ছিল না, তখনকার প্রচলিত বাহন ছিল রথ।

মানুষের এই চাকা আবিষ্কার এবং তা নিজের কাজে লাগানো কঠোর মেধাশ্রমের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

ইট্রুসক্যান সভ্যতার লোকদের বানানো রথের চাকা
(৫৩০ খ্রি.পূ.)

কালক্রমে অনেক উন্নত ধরনের চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আমরা নিচের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি।

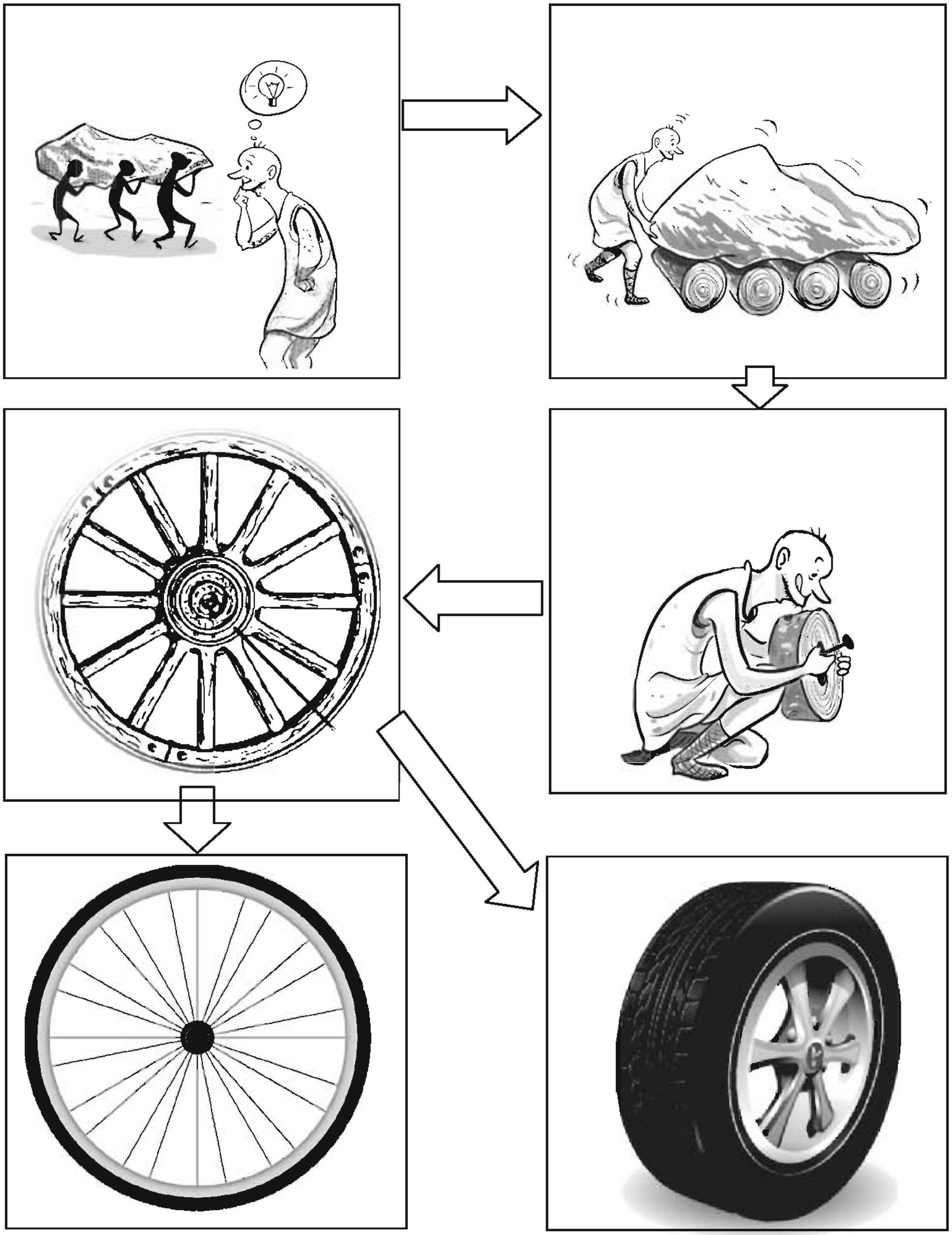

দলগত কাজ :
উপরের এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে মানব সমাজে চাকার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তোমরা কি বলতে পারো এই পুরো প্রক্রিয়ায় কোথায় কোথায় মেধাশ্রম আর কোথায় কোথায় কায়িকশ্রম ব্যবহৃত হয়েছে?

মানুষ যখন বুঝল যে ভারি বোঝা বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে, সে আবিষ্কার করল নতুন কিছু যা তার সমস্যা দূর করবে। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ এটা করল তা আসলে মেধাশ্রম। সাথে অবশ্য কায়িকশ্রমও আছে। চাকা আবিষ্কার করার জন্য আবিষ্কারকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে।

হবে নাকি আবিষ্কারক? কেউ বড় হয়ে হতে চায় ডাক্তার, কেউবা শিক্ষক, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার। তুমি কী হতে চাও? ভেবে দেখো দেখি- একজন আবিষ্কারক হলে কেমন হয়!

একক কাজ :
আমরা জানি চাকা গোল। কখনো কি এমন চাকা দেখেছ যা চারকোণা? আচ্ছা, চাকা কেন চারকোণা হয় না? চারকোণা হলে কী হতো- তা তোমার পাশের বন্ধুর সাথে আলোচনা করে লিখে ফেল।

পাঠ : ৫

পাত্র নিয়ে যত কথা

আচ্ছা বলতো, তুমি কীভাবে খাবার খাও? কিসে নিয়ে খাও?

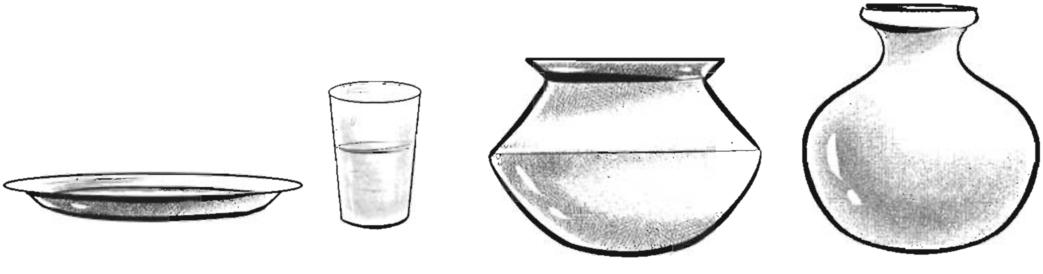

আমরা সাধারণত একটি পাত্রে খাবার নিয়ে সেখান থেকে হাত দিয়ে বা চামচ দিয়ে খাই। কখনো কী ভেবে দেখেছ আমরা যেসব পাত্রে খাবার খাই, সেগুলোর আকার কী রকম, রংই বা কী রকম? এসব পাত্র বিভিন্ন আকারের ও রংয়ের হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পাত্র তৈরি এবং বিভিন্ন কাজে এর ব্যবহার করে আসছে। শুরুতে মানুষ কাদামাটি দিয়ে শুধু হাতের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের পাত্র তৈরি করত, সেগুলোতে কোনো নকশা থাকত না। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মানুষ তার মেধাশ্রম ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং এর ফলে আমরা বর্তমানে যেসব পাত্র দেখি সেগুলো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন– 'কুমোরের চাকা' আবিষ্কার মানুষের মেধাশ্রমের ফসল। এছাড়া গ্লেজিং ও নকশা করার মাধ্যমে পাত্রের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র হাঁড়ি তৈরি করে তারা আমাদের সমাজে কুমোর নামে পরিচিত। তোমরা কি বলতে পারো, মাটি ছাড়া আর কী কী উপাদান দিয়ে পাত্র তৈরি করা হয়? মাটি ছাড়াও পোর্সেলিন (চিনা মাটি), কাচ, পিতল, প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে পাত্র তৈরি করা হয়।

কিন্তু নিচের ছবিতে যেসব প্রাচীন পাত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে সেগুলো কী কী দিয়ে তৈরি হত এবং কী কাজে লাগত তা কি তোমরা বলতে পারবে?

সমাজে অনেক পেশাজীবী আছেন যারা বিভিন্ন ধরনের বাসনপত্র তৈরি করেন। তাদের কেউ তৈরি করেন তামা ও পিতলের, আবার কেউ তৈরি করেন টিন বা অ্যালুমিনিয়মের বাসন-কোসন । ঢাকার অদূরে নবাবপুর এলাকায় বাসন-কোসন তৈরির অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে। আমাদের সমাজের অনেকেই বংশ পরম্পরায় শত শত বছর ধরে এ কাজ করে আসছে। এছাড়া বর্তমানে কারখানায় প্লাস্টিক, মেলামাইন, চিনামাটি, কাচ, স্টেইনলেস স্টিল ইত্যাদি দিয়ে বাসন-কোসন তৈরি হয়। অনেকেই সেখানে কাজ করেন। এসব কাজ করা সম্মানের। কারণ যারা সেখানে কাজ করেন তাদের নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলেই আমরা এত আরাম-আয়েশ করে সুন্দর পাত্রে খেতে পারি। অনেকেই আছেন যারা বাসনপত্র কেনাবেচা করেন। এছাড়াও আমাদের সমাজে কামার, কাঠমিস্ত্রি, গার্মেন্টস শ্রমিক, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, তাঁতী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ আছেন যারা তাদের কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রমের মাধ্যমে আমাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমরা এ ধরনের সকল পেশাজীবী মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব।

একক কাজ :

তোমার পরিচিত এমন একজন মানুষ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ যিনি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি বা বিক্রয় করেন। লেখার আগে তোমরা তার সাথে কথা বলে তিনি কীভাবে কাজ করেন; কাজ করতে গিয়ে তিনি কীভাবে কায়িক শ্রম ও মেধাশ্রমের সমন্বয় ঘটান জেনে লেখ।

পাঠ : ৬

লিখন পদ্ধতি : লেখার সরঞ্জাম

মানুষ যে শুধু আজকেই চিন্তা করছে, তা কিন্তু নয়। সেই আদিকাল থেকেই চিন্তা করে আসছে মানুষ। প্রতিনিয়ত ভাবছে, কী করে জীবনটাকে আরো উন্নত করা যায়, করা যায় আরো আরামদায়ক ও ঝুঁকিহীন। আর এভাবে ভাবতে ভাবতে মানুষ আবিষ্কার করেছে নানা কিছু। এক দেশের মানুষ যা আবিষ্কার করল, আরেক দেশের মানুষ বা বহুকাল পরের মানুষ তা কীভাবে জানবে? এ নিয়ে প্রাচীনকালে খুবই সমস্যা হতো। কোনো কিছু কাউকে জানাতে গেলে নিজে গিয়ে, না হয় দূত পাঠিয়ে জানাতে হতো। যা ছিল অনেক সমস্যার। এছাড়াও মনে কর একটি যুগের মানুষ কিছু আবিষ্কার করল বা কোনো যন্ত্র বানাল। এ যন্ত্র কীভাবে বানাতে হয় পরের যুগের মানুষের তা জানার কোনো উপায় ছিল না। তাই আবিষ্কৃত হলো লিখন পদ্ধতি অর্থাৎ মানুষ লিখতে শিখল। লিখন পদ্ধতি ঠিক কবে কীভাবে শুরু করা হয়েছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন লেখার প্রচলন ছিল মিসরীয় জাতির মধ্যে।

মিসরীয় লিপি

শুরুর দিকে লেখা ছিল ছবিভিত্তিক। বাস্তব জীবনের ঘটনা, গাছ-মাছ-নদী-পাহাড়-মানুষ ইত্যাদির ছবি এঁকে মানুষ তার মনের ভাষা বোঝাত। এসব ছবি একের পর এক সাজিয়ে দিয়ে হয়ে যেত একেকটি বাক্য। তবে এভাবে লেখা খুবই কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ছিল। কাজেই ধীরে ধীরে মানুষ আরো সরল চিহ্নসমূহ ব্যবহার করতে লাগল।

লিপি বা লিখন পদ্ধতির উদ্ভব নিয়ে মজার মজার সব উপকথা বা রূপকথা আছে। চীনের উপকথা অনুযায়ী সাং চিয়েন নামের এক ড্রাগনমুখো লোক প্রাচীনকালে চিনা অক্ষরগুলো তৈরি করেছিলেন।

মিসরের উপকথা অনুযায়ী পাখির মতো মাথা এবং মানুষের মতো দেহবিশিষ্ট দেবতা থথ মিসরীয় লিপি সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রাচীন গ্রিক লিপি

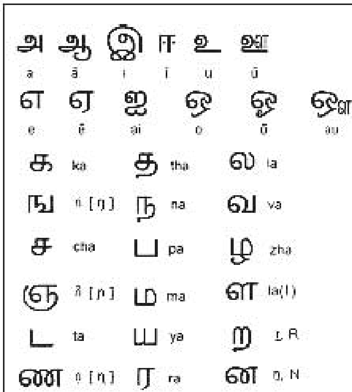

প্রাচীন ভারতীয় লিপি

উপমহাদেশের উপকথা অনুযায়ী দেবতা ব্রহ্মা ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তার নাম অনুসারে ঐ লিপির নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মীলিপি। আমাদের বাংলালিপি কিন্তু এই ব্রাহ্মীলিপি থেকেই এসেছে।

লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার মানব সভ্যতার জন্য অনেক বড় আবিষ্কার। এ আবিষ্কার একদিকে যেমন মানুষের কঠিন মেধাশ্রমের ফল, তেমনি এর ফলে মানুষের অন্যান্য মেধাশ্রম সৃষ্ট বিজ্ঞানের আবিষ্কার, প্রাচীন জীবনযাপনের কথা, সভ্যতার কথা, ইতিহাস, বিভিন্ন দেশ ও জাতির কথা, প্রাকৃতিক সম্পদের কথা সংরক্ষণ করা গেছে।

প্রাচীনকালে সবাই লিখতে পারত না। যারা লিখতে পারত তাদেরকে বলা হতো 'লিপিকর'। এখনো আমাদের দেশে অনেক লিপিকর আছেন যারা বিভিন্ন দলিলাদি লেখেন।

পাঠ : ৭

বল দেখি কোনটা কী?

নিচে অনেক পেশার চিত্র দেওয়া হয়েছে। চিত্রের পাশে বক্সে লেখা কোনটা মেধাশ্রম আর কোনটা কায়িকশ্রম? কেন তুমি ঐ কাজকে কায়িকশ্রম বা মেধাশ্রম বলছ?

একটি উদাহরণ হিসেবে করে দেওয়া হয়েছে-

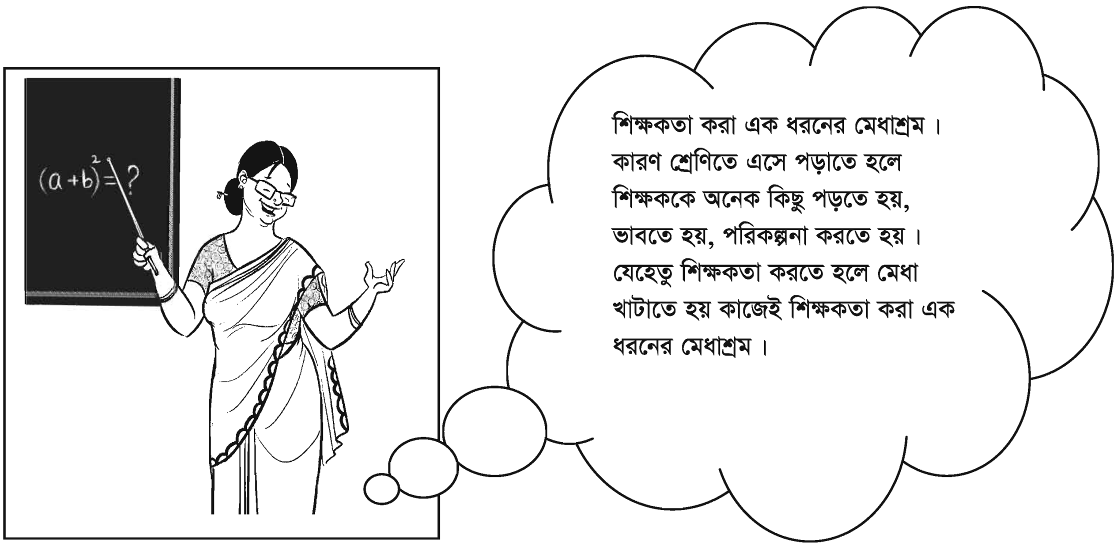

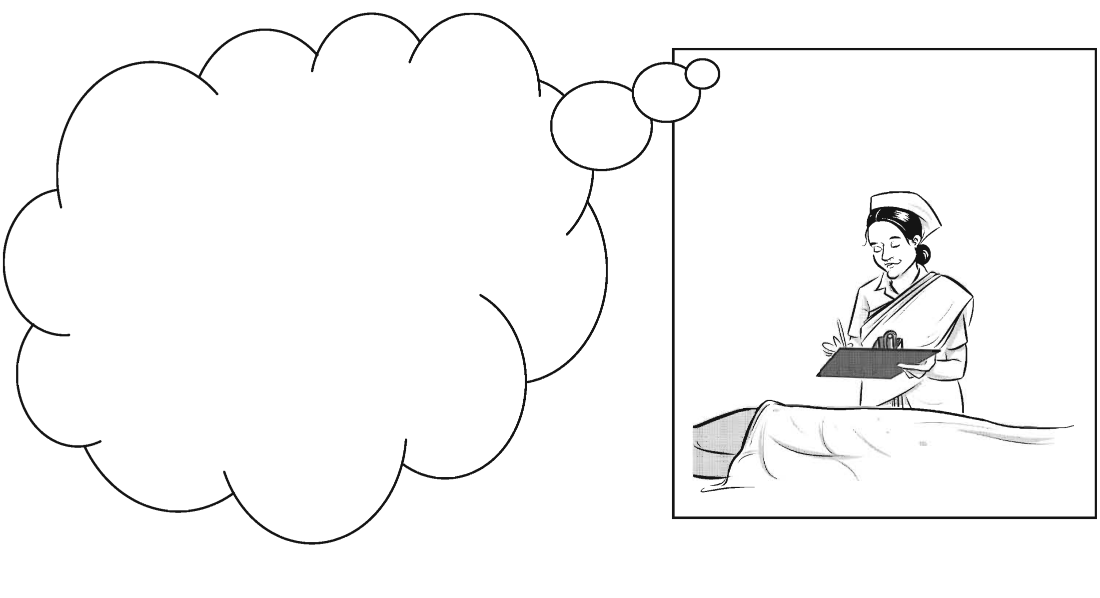

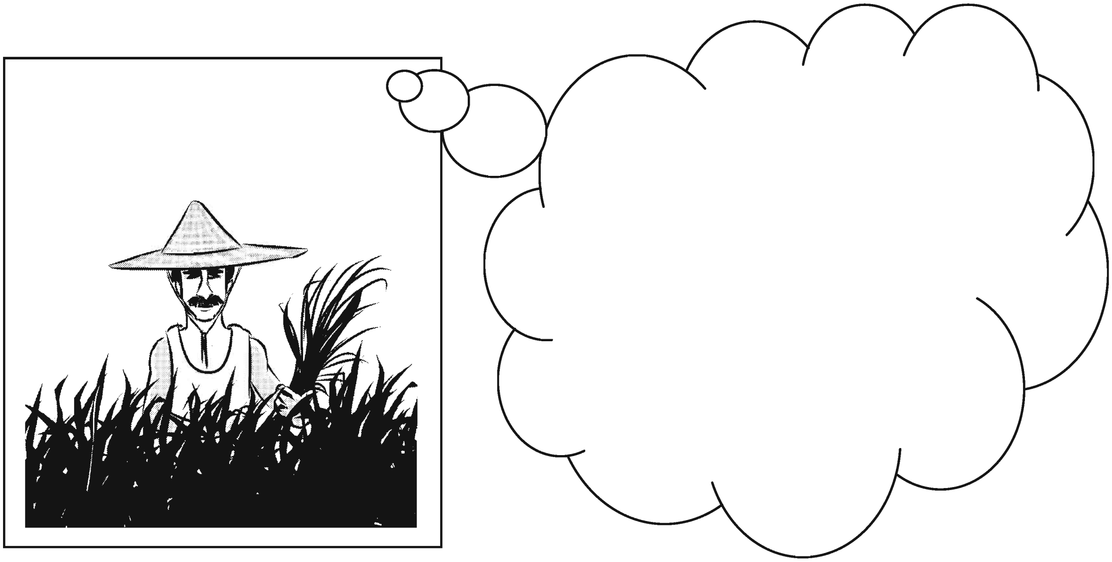

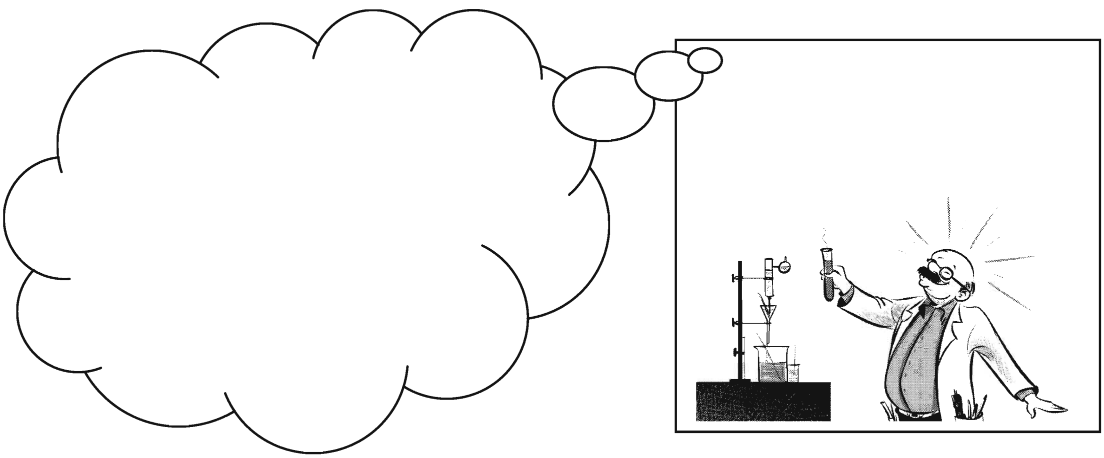

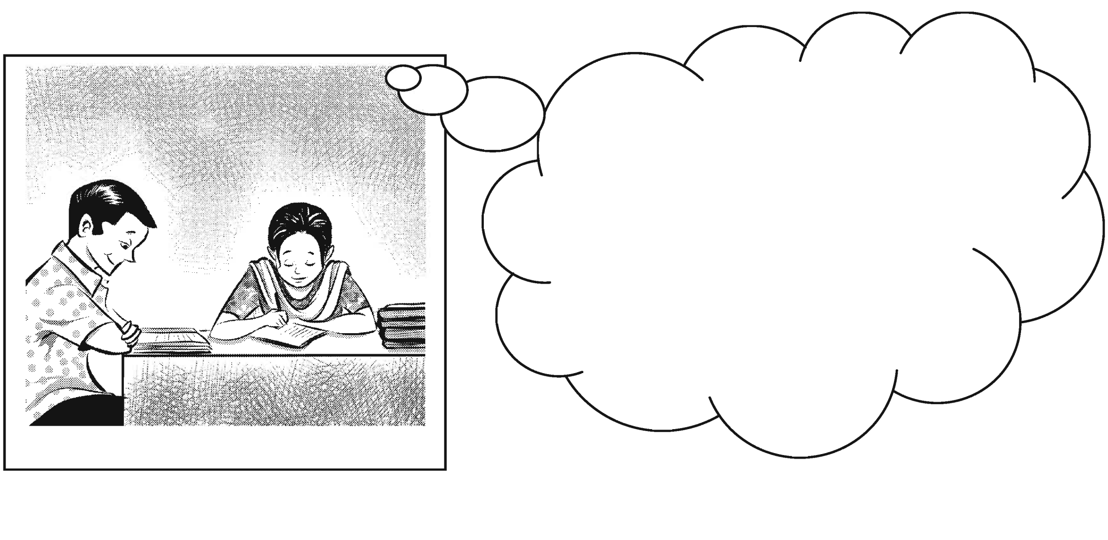

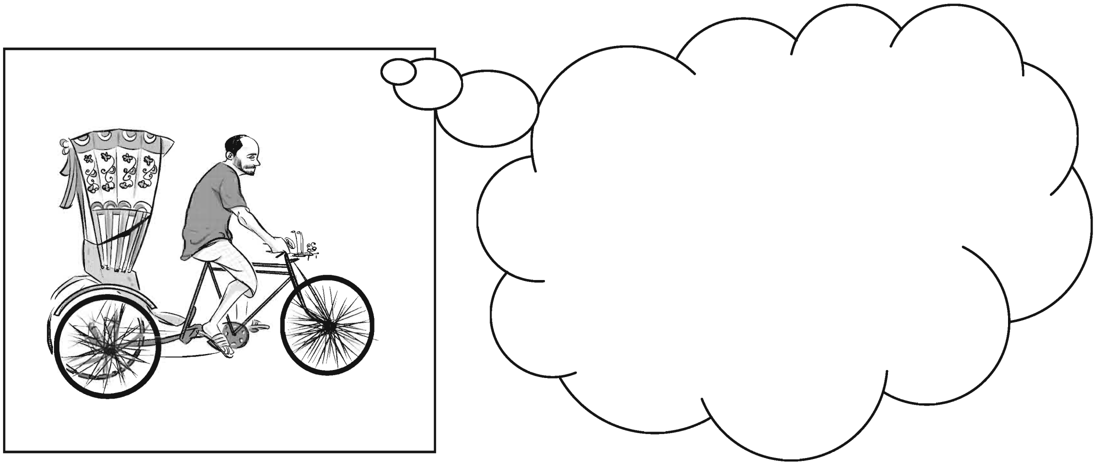

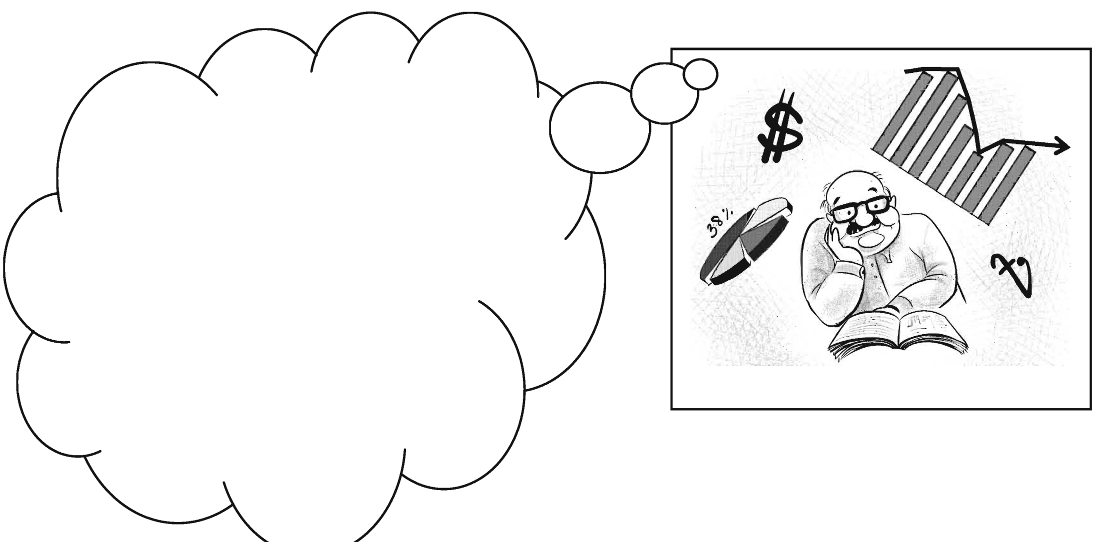

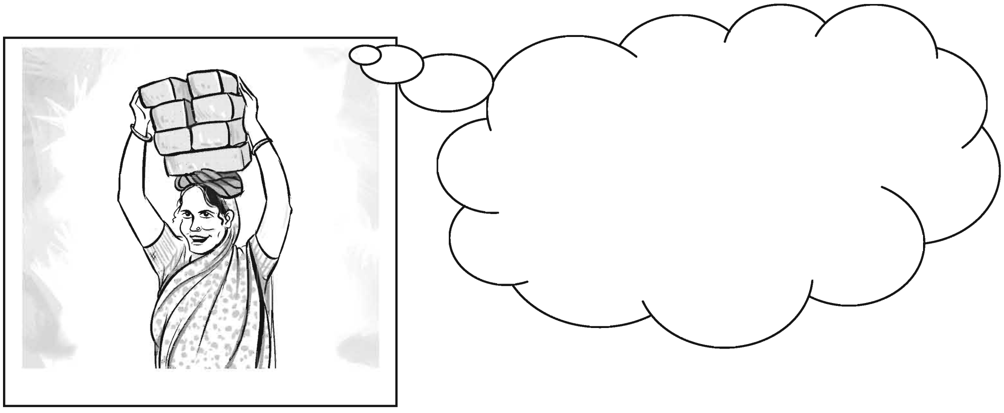

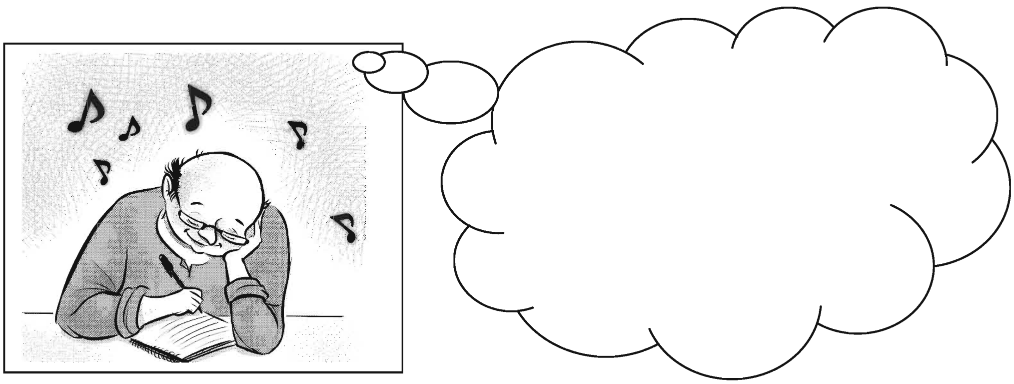

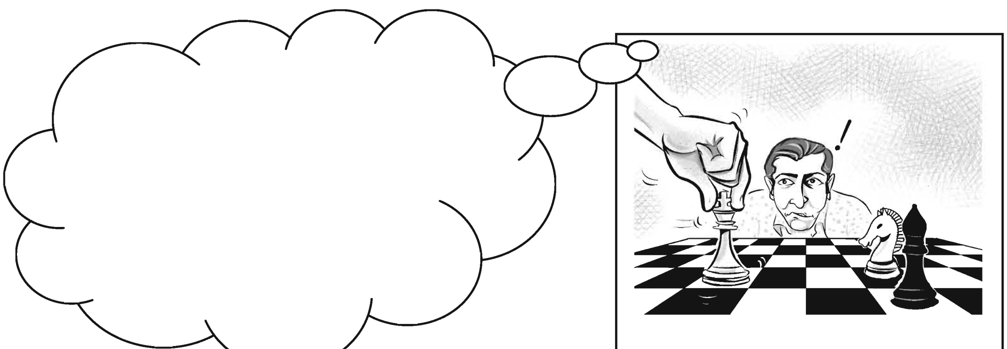

পাঠ : ৮

রোবট : অসম্ভব হলো সম্ভব

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভাবছে– আহা এমন কিছু যদি বানানো যেত যা আমাদের কথা শুনত, বিপজ্জনক কাজগুলো যদি করে দিত! এমন অনেক কাজ আছে যা আমাদের পক্ষে করা কঠিন বা অসম্ভব। এ রকম কাজ করে দেওয়ার জন্যই মানুষ রোবট আবিষ্কার করেছে। আচ্ছা, তোমরা তো জানো রোবট কী– তাই না? রোবট হলো 'যন্ত্রমানব'। কলকবজা দিয়ে তৈরি যা নিজে থেকে কোনো কাজ করতে পারে না।

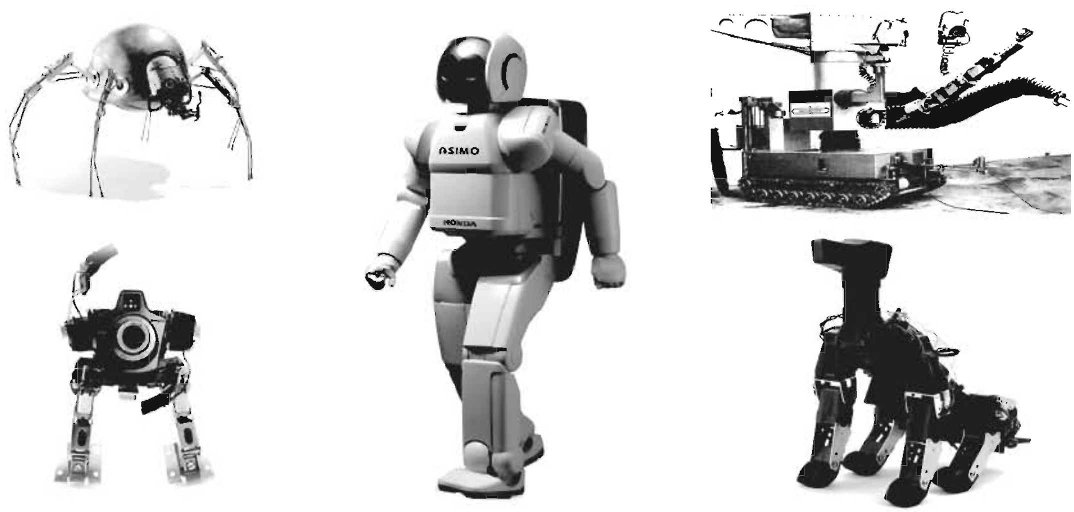

বিভিন্ন ধরনের রোবট

এসব চিত্র দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে রোবট তৈরি করা সহজ নয়? কিন্তু আমরা যদি চাই তাহলে অবশ্যই আমরা রোবট বানাতে পারব । সেজন্য আমাদের অনেক লেখাপড়া করতে হবে এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ।

আচ্ছা তোমরা কি জানো, কখন কীভাবে রোবটের ধারণা এসেছে? রোবট নিয়ে প্রথম ভাবনা চিন্তা করেছিলেন, মহাপণ্ডিত এরিস্টটল । ৩২০ খ্রিষ্টপূর্বে তিনিই প্রথম এ ধারণার কথা মানুষকে শোনান । তখনকার দিনে সমাজে 'দাসপ্রথা' ছিল । অনেককেই দাস-দাসী হিসেবে মনিবের সেবা করতে হতো, করতে হতো নানা কাজ । তাদের খুব কষ্ট করতে হতো । তা দেখে এরিস্টটলের মনে খুব দুঃখ হলো । তিনি ভাবলেন, আহা এমন যন্ত্র যদি বানাতে পারতাম যাকে আদেশ দিলেই তা ঠিক ঠিক কাজ করে ফেলতে পারবে!

একক কাজ :

তোমার চারপাশের কোন কাজ সবচেয়ে কষ্টের? একটু ভেবে দেখ, তারপর ঐ কাজ করতে পারবে এমন একটা রোবটের কল্পিত ছবি আঁক এবং তার একটা নাম দাও ।

এরিস্টটলের পর বহুদিন রোবট নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। আসলে তখনকার দিনে তো এমন উন্নত প্রযুক্তি ছিল না। তাই মানুষ রোবট বানাতে পারেনি। এরিস্টটলের এই ভাবনার বহুদিন পরে রোবট বানানোর চেষ্টা করেছিলেন আরেকজন প্রতিভাধর মানুষ যাঁর নাম লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি একজন অসাধারণ মেধাশ্রমিক। আধুনিক বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। তার অনেক পরিকল্পনার মতো রোবট বানানোর পরিকল্পনাও তখন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তবায়ন করা যায়নি।

এরপর ১৭০০-১৯০০ সালের মধ্যে মানুষ অনেক ছোটখাটো রোবট বানানোর চেষ্টা করেছে। অনেকে বেশ সফল হয়েছিলেন। এ সকল মানুষের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্যাক দ্য ভকেনসন। তিনি একটা রোবট হাঁস বানিয়েছিলেন যেটা গলা বাড়াতে পারত, পাখা নাড়াতে পারত।

১৯১৩ সালে হেনরি ফোর্ড তার গাড়ি তৈরির কারখানায় সর্বপ্রথম কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছিলেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে রোবট বলা শুরু হলো ১৯২০ সালের দিকে। রোবট শব্দটির প্রচলন করেন নাট্যকার ক্যারেল কাপেক। সেই শুরু। তৈরি হলো একের পর এক রোবট। কোনো রোবট করে খনির কাজ, কোনোটি করে ঘর পরিষ্কার, কোনো কোনো রোবট কাজ করে কারখানায়। আবার কোনো রোবটকে পাঠানো হয় মহাশূন্যে। আজকাল এমন অনেক রোবট তৈরি হচ্ছে যারা মানুষের মতো কথা বলতে পারে, নাচতে পারে এমনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পারে।

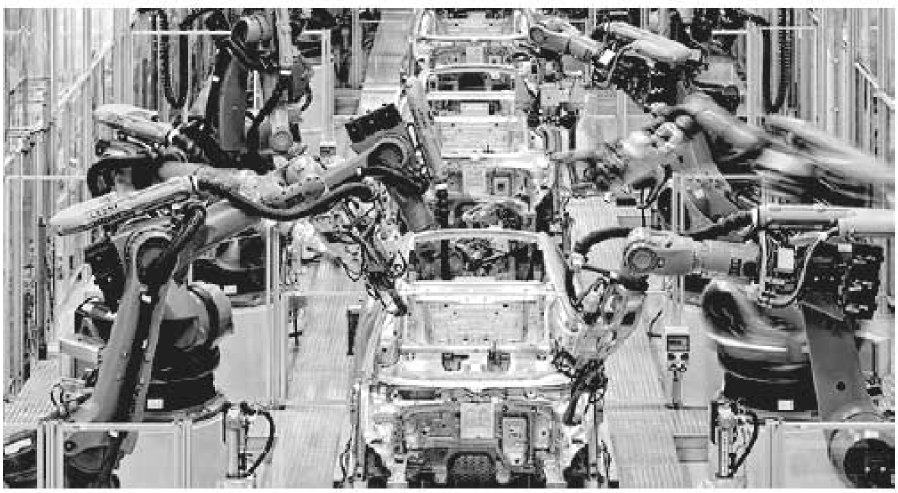

কারখানায় গাড়ি তৈরি করছে রোবট

রোবট বানানো মেধাশ্রমের উদাহরণ। রোবট বানাতে হলে অনেক কিছু পড়তে হয়, জানতে হয়, অনেক কৌশল শিখতে হয়। সাথে প্রয়োজন বুদ্ধি, নিত্যনতুন চিন্তা করার ক্ষমতা, মাথা খাটানো এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ। ভেবে দেখ দেখি, কেমন হবে যদি বন্ধুরা মিলে একটা রোবট বানিয়ে ফেলা যায়।

পাঠ : ৯

মহাকাশে অভিযান

মহাশূন্যের হাতছানি কখনো ফিরিয়ে দিতে পারেনি মানুষ। রহস্যে ঘেরা অজানা এই মহাশূন্য নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। তাই শিল্পীর ছবি থেকে শুরু করে গল্প-কবিতা সব জায়গায় আছে মহাশূন্যের কথা। তোমাদের মনে আছে তো, ছবি আঁকা, গল্প বা কবিতা লেখা কিসের উদাহরণ? মেধাশ্রম। কল্পনা করাও এক ধরনের মেধাশ্রম। অনেক লেখকই আছেন যারা কল্পকাহিনী লেখেন। এসব কাহিনীতে আবার বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়েও লেখা হয়। তাই এসব কাহিনীকে বলে কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন। যারা কল্পবিজ্ঞান লেখেন তাদের বলা হয় কল্পবিজ্ঞান লেখক। তোমাদের মধ্যেও হয়তো অনেকে বড় হয়ে কল্পবিজ্ঞান লেখক হবে।

মহাকাশের ছবি

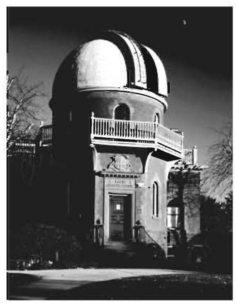

মানমন্দির

টেলিস্কোপ

যারা কল্পনায় নয়, সত্যি সত্যি মহাকাশে যান তাদের বলা হয় নভোচারী বা অ্যাস্ট্রোনট।

নভোচারী হতে গেলে অনেক লেখাপড়া করতে হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন কারিগরি কলাকৌশল জানতে হয়। শারীরিকভাবেও সুস্থ হতে হয়। অনেক দিন ধরে ট্রেনিং নিয়ে, অনেকগুলো পরীক্ষা দিয়ে সন্তোষজনক ফল করলে তবেই যাওয়া যায় মহাকাশে।

সোহাগ ও সোনিয়া ভাইবোন। তারা বড় হয়ে নভোচারী হতে চায়। তাই ওরা এখন থেকেই সুষম খাবার খাওয়া ও ব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ সবল থাকা এবং পড়াশোনা ইত্যাদির প্রতি খুবই মনোযোগী।

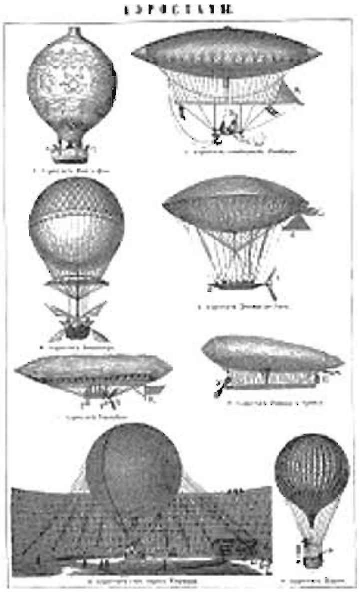

বেলুন ফ্লাইট

নভোচারী ছাড়াও আমরা হতে পারি রকেট ইঞ্জিনিয়ার, মহাকাশ বিজ্ঞানীসহ আরো অনেক কিছু। এমনকি পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে মানুষ বসতি স্থাপন করতে চাইলে তাদের বাড়ি-ঘরের ডিজাইনার হতে পারি আমরা। এমনকি ভিনগ্রহের প্রাণীদের (এলিয়েন) জন্য পোশাকের ডিজাইনও করতে পারি আমরা। বেশ মজার ব্যাপার না? আচ্ছা তোমরা জানো তো মহাকাশে মানুষের অভিযান শুরু হয়েছিল কীভাবে?

এয়ারশিপ

মানুষের মহাকাশে উড়ার স্বপ্ন বহুদিনের। ১৯১২ সালে ব্রিটেন বেলুন ফ্লাইট চালু করেছিল। যদিও ব্রিটেনের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহাশূন্যে পাঠানো প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হলো স্পুটনিক-১, যা ১৯৫৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে পাঠায়। আচ্ছা 'কৃত্রিম উপগ্রহ' সম্পর্কে তোমরা কী জানো? পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এমন বস্তুকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তাই চাঁদ আমাদের উপগ্রহ। চাঁদ তো আর মানুষ বানায়নি, তাই চাঁদকে বলা হয় প্রাকৃতিক উপগ্রহ। আর মানুষের তৈরি যেসব বস্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেগুলোকে বলে কৃত্রিম উপগ্রহ। তুমি চাইলে বড় হয়ে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ বানাতে পারো। তবে সেজন্য তোমাকে এ বিষয়ে লেখাপড়া করতে হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ খুবই প্রয়োজনীয়। এই যে আমরা টেলিভিশন দেখি, আবহাওয়ার খবর পাই, ইন্টারনেট ব্যবহার করি-এর অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহের কারণে। তুমি বড় হয়ে টেলিভিশন বা অন্য যোগাযোগ মাধ্যমের সম্প্রচার বিশেষজ্ঞও হতে পারো। আজকালকার দিনে এ সকল পেশার অনেক চাহিদা।

কৃত্রিম উপগ্রহ

কৃত্রিম উপগ্রহ যেভাবে কাজ করে

একক কাজ :

মনে কর, কোনো মহাকাশ অভিযানে গিয়ে তোমার যদি হঠাৎ কোনো ভিনগ্রহবাসীর সাথে দেখা হয়ে যায় তবে তাকে কী কী প্রশ্ন করবে তার একটা তালিকা তৈরি কর। তার পেশা কী সেকথা জেনে নিতে ভুলে যেওনা কিন্তু।

পাঠ : ১০

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাবোধ

মোস্তাফিজুর রহমান একটি ব্যাংকে বেশ বড় পদে চাকরি করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ব্যাংকে চাকরি করার স্বপ্ন দেখতেন। কারণ তার কাছে 'ব্যাংকার' পেশাটাই ছিল সব পেশা থেকে ভালো। তাই ব্যাংকার হওয়ার জন্য তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়া শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চাকরি পান। কর্মনিষ্ঠা ও সততার জন্য আজ তিনি একজন সফল ব্যাংকার। তার আত্মমর্যাদাবোধ খুবই প্রখর। আত্মমর্যাদাবান মানুষেরা খুব সৎ হন। তিনি ব্যাংকে চাকরি পেয়েছেন লেখাপড়া করে, নিয়োগ পরীক্ষায় ভালো ফল করে। অনেকে অনৈতিক উপায়ে চাকরি পায়। তিনি অনৈতিক কিছু সমর্থন করেন না। তিনি সবরকম অন্যায় করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সম্মান একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সম্মান করেন, ভালোবাসেন। তিনি তার প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা করেন এবং তাদের কোনোরকম অসুবিধা হবে এমন কাজ তিনি করেন না। তিনি বলেন, যারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে, যারা অন্যের ক্ষতি করে, রাস্তাঘাটে মেয়েদের প্রতি বাজে মন্তব্য করে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ কম থাকে। তাঁর মতে যারা বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশীদের সম্মান করে না, চাকরি পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য অনৈতিক কাজ করে তারা সবাই আত্মমর্যাদাহীন। কোনো আত্মমর্যাদাবান মানুষ এ সকল কাজ করতে পারে না।

আমরা যদি আত্মমর্যাদাবান হতে চাই তাহলে আমরা-

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করব না, বন্ধুর খাতা দেখে লিখব না। চাকরি পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য অনৈতিক কিছু করব না। নিজের যোগ্যতাতেই আমরা কাজ পাব। নিজের কাজে কখনো ফাঁকি দেব না। যারা অফিসে কাজে ফাঁকি দেয় তাদের আমরা ঘৃণা করব।

অনেকে মিথ্যা কথা বলেন, রাস্তায় বা মার্কেটে গিয়ে বলেন ‘আমি অফিসে...’ আমরা এমন করব না। যাদের আত্মমর্যাদা আছে, তারা সবসময় সত্য কথা বলে। অনেকেই আছে যারা অন্যের সম্পদ নষ্ট করে। দেশের সম্পদের ক্ষতি করে। প্রতিবাদের নামে রাস্তাঘাটে গাড়ি ভাঙচুর করে। যারা এমনটি করে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ নেই। আমরা তাদের মতো হব না।

যারা কাজে ফাঁকি দেয় তারা আত্মমর্যাদাবান না। যারা আত্মমর্যাদাবান তারা কখনো কাজে ফাঁকি দেন না। আমরা কখনো আমাদের কাজে ফাঁকি দেব না।

একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্মান করে। সকল জাতি-ধর্মের মানুষকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমরাও সবাইকে সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব।

একজন আত্মমর্যাদাবান শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে যায়; লেখাপড়া করে। পাঠসমূহ যথাযথভাবে আত্মস্থ করে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যেকোনো পরিস্থিতিতে সততার সাথে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তার চর্চিত-আত্মসচেতনতাই তাকে একদিন আত্মমর্যাদাবান মানুষে পরিণত করে।

একজন আত্মমর্যাদাবান শিক্ষক সর্বদা সময়মত শ্রেণিতে আসেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় যত্নবান থাকেন। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পরীক্ষায় সকল শিক্ষার্থীকে সঠিক মূল্যায়ন করেন। অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে তার ঘাটতি পূরণ করেন।

একক কাজ :

আমরা সবাই এখন শিক্ষার্থী। আমাদের সবার জীবনে লক্ষ্য আছে। আমরা সবাই বড় হয়ে কিছু না কিছু হতে চাই। কেউ সরকারি চাকুরে, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ শিক্ষক, কেউ কৃষক, কেউ ব্যবসায়ী আবার কেউবা সমাজসেবক হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। আমরা যে যাই হই না কেন, আমরা সবাই আত্মমর্যাদাবান হব।

আমরা আমাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কে কী করব আর কী করব না এসো তার একটা তালিকা তৈরি করি।

শিক্ষাক্ষেত্রেঃ

যা করব	ক্রমিক	যা করব না
	০১	
	০২	
	০৩	
	০৪	
	০৫	

কর্মক্ষেত্রেঃ

যা করব	ক্রমিক	যা করব না
	০১	
	০২	
	০৩	
	০৪	
	০৫	

পাঠ : ১১

আমি কি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ?

আমরা আত্মমর্যাদার বিষয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছি। আমাদের জীবনে আত্মমর্যাদার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত তা আমরা শিখেছি। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ কী করে আর কী করে না সেটাও আমরা জেনেছি। আমরা আমাদের জীবনে নিশ্চিতভাবেই আত্মমর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করব। এসো আজ আমরা যাচাই করে দেখি আমরা কতটা আত্মমর্যাদাবান। এজন্য আমরা নিচের বাক্যগুলো বা নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি নাকি প্রায়ই করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী নির্দেশনার নিচের ঘরে প্রাপ্ত নম্বরগুলো লিখব। কেমন করে লিখতে হবে তা নিচে দেখ–

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি সত্য কথা বলি।	৫				

এবার চলো শুরু করি–

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি সত্য কথা বলি।					
২.	আমি আমার কাজ যথাযথভাবে করার চেষ্টা করি।					
৩.	আমি একজন ভাল মানুষ হিসেবে ভাল কাজ করার চেষ্টা করি।					
৪.	আমি সকল ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করি আমি সকল ধরনের দুর্নীতিকে পরিহার করি।					
৫.	আমি সব কাজ সময়মত করার চেষ্টা করি।					
৬.	আমি চাই আমাকে মানুষ ভালোবাসুক, সম্মান করুক।					
৭.	আমি বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করি।					
৮.	আমি নিজের কাজ নিজে করি এবং সাধারণত অন্যের উপর নির্ভরশীল হই না।					
৯.	আমি ‘ভালো’ কে যেমন ভালো বলি তেমনি ‘খারাপ’কে বলি খারাপ।					
১০.	আমি বড় হয়ে একজন সৎ এবং যোগ্য মানুষ হতে চাই।					

এবার আমরা প্রতিটি নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন ঘরে বসানো সংখ্যাগুলো যোগ করি। যোগফল কত হলো তা দেখে নিচের মন্তব্যগুলো পড়ি-

৫০-৪১ : খুব ভালো। তুমি একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ। তুমি সবসময় আত্মমর্যাদাবান হয়ে থাকার চেষ্টা করবে। অন্যরাও যাতে আত্মমর্যাদাবান হয় সেজন্য চেষ্টা করবে।

৪০-৩১ : তুমি অনেকটাই আত্মমর্যাদাবান। সচেতন হলে তুমি আরো আত্মমর্যাদাবান হতে পারবে। সেজন্য তোমার শিক্ষকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৩০-২১ : তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবান হওয়ার সকল উপাদান আছে। তাই তোমাকে আত্মমর্যাদাবান হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকের পরামর্শ ও বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তুমি যা যা শিখেছ এবং আত্মমর্যাদাবান মানুষেরা যা যা করে তার চর্চা করে যাও।

২০ ও এর নিচে : তোমাকে একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তুমি যদি আত্মমর্যাদাবান হও তবে সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করবে, আদর করবে। তাই তোমার উচিত আত্মমর্যাদাবান মানুষেরা যা করে তা সবসময় করার চেষ্টা করা।

পাঠ : ১২

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস

আত্মবিশ্বাসী হলে সফলতা আসবে- সবাই এমনটিই বলে থাকেন। শিক্ষায় আত্মবিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দুটো বিষয়ের মধ্যেই রয়েছে গভীর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক। পরিপূর্ণ শিক্ষিত মানুষ যেমন আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠে, তেমনি একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষও শিক্ষার বহুমাত্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের বিষয়টিকে যথাযথ ধারণ ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে অর্জন করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হলে কী কী বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকবে এস তা আমরা জানার চেষ্টা করি।

আত্মবিশ্বাস মানে হলো নিজের প্রতি আস্থা। কাজেই একজন শিক্ষার্থীকে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যেমনঃ তোমাকে সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে তথা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে হবে শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কার্যক্রমে (শিখন শেখানো) তোমাকে আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে অংশগ্রহণ কতে হবে; একক ও দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, পাঠ মূল্যায়নে পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে উত্তর প্রদান করতে হবে, শ্রেণির শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যে কোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় শ্রেণি শিক্ষককে সহায়তায় অগ্রণী ও গাঠনিক ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়া বাড়ির কাজ সঠিকভাবে যথাসময়ে সম্পন্ন করা ও জমাদানসহ শিক্ষামূলক কার্যক্রমে আস্থার সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই তোমার মধ্যে আস্থা তথা আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। একই সাথে শিক্ষার বহুমাত্রিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে। একজন আত্মবিশ্বাসী শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, জীবনব্যাপী এই আত্মবিশ্বাসের নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে সফল ও নান্দনিক জীবনযাপনে সক্ষম হবে।

কর্মক্ষেত্রে মানুষের আত্মবিশ্বাসী হওয়া আরো বেশি প্রয়োজন। কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী না হলে সফল হওয়া অসম্ভব। কাজের মাধ্যমেই মানুষ পারে মানুষের মাঝে স্থান করে নিতে, পারে কালের গর্ভে বিলীন না হয়ে মহাকালের স্বর্ণপাতায় স্থান নিতে।

কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বা কর্মজগতে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মানে কী? কীভাবে আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি? যারা কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোই বা কী- এসব কিছুই আমরা জানার চেষ্টা করব।

'নিজের প্রতি আস্থা'। নিজের প্রতি আস্থাবান না হলে ভালো কিছু করা যায় না। নিজের প্রতি এই আস্থা অর্জিত হয় নিজের করা কাজ, দক্ষতা, ক্ষমতা, যোগ্যতার স্বীকৃতি পাওয়ার মাধ্যমে। মনে কর, স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুমি 'উপস্থিত বক্তৃতা'য় প্রথম হয়েছো। তাহলে নিজের প্রতি তোমার আস্থা জন্মাবে যে তুমি যেকোনো বিষয়ের উপর সবার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবে। কিংবা মনে কর, তোমার লেখা গল্প জাতীয় পর্যায়ে গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেল। তখন তোমার নিজের উপর এই আস্থা তৈরি হবে যে তুমি গল্প লিখতে পারো।

আত্মবিশ্বাসের দ্বিতীয় উপাদান হলো সাহস। অনেকেই অনেক কিছু পারে। অনেক কিছু জানে কিন্তু সাহসের অভাবে বলতে বা করতে পারে না। আমরা এমনই সাহসের প্রমাণ পাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কিশোর বয়সের একটি ঘটনা থেকে। তখন তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। এসময় গোপালগঞ্জ সফরে আসেন স্বনামধন্য নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁরা মিশন স্কুল পরিদর্শনে গেলে তাঁদের পথ আগলিয়ে দাঁড়ান কিশোর মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা। প্রধানশিক্ষক ঘাবড়িয়ে যান এবং কিশোর মুজিবকে মন্ত্রীদের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি সরলেন না

বরং তিনি মন্ত্রীদের কাছে হোস্টেলের ভাঙা ছাদ মেরামতের দাবী জানালেন। শেরেবাংলা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে ছাদ মেরামতের জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেন। এভাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের জোরেই হয়ে উঠেন এদেশের কোটি কোটি মানুষের মহান নেতা ও পথপ্রদর্শক।

আত্মবিশ্বাসের আরেকটি উপাদান হলো 'সচেতনতা'। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময় তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সচেতন। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সবসময় খেয়াল করেন তার চারপাশে কী হচ্ছে এবং তিনি কী করছেন। না জেনে, না বুঝে অন্ধবিশ্বাসী হওয়া যায়, আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না।

আত্মবিশ্বাসী মানুষেরা সবসময় পরিকল্পনা করেই কাজে নামেন। তারা তাদের পরিকল্পনা ও কাজে দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটান। ফলে তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যারা দূরদর্শী নয় তারা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে না। দূরদর্শিতার সাথে পরিকল্পনা না করলে কাজ করার সময় নানা অমূলক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ জানে কাজের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কোনো কাজ দীর্ঘদিন ধরে করা যায় না। তাই তারা এমন পেশা নির্বাচন করে না, যে পেশার প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা বা ভালোলাগা নেই।

আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হতে চাই বিশেষত কোনো কাজের ক্ষেত্রে, তবে আমাদের প্রথমেই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভালো পরিকল্পনা করতে হবে। সাহসের সাথে পরিকল্পনা-মাফিক এগিয়ে যেতে হবে। পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন সকল ক্ষেত্রেই আমাদের নিজের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে। তবেই আমরা সফল হতে পারব।

একক কাজ :

একজন কর্মজীবী মানুষের সাক্ষাৎকার নাও। তার সাথে কথা বলে জানতে চেষ্টা কর তিনি যে সকল কাজ করেন সেসব কাজে আত্মবিশ্বাস তাকে কীভাবে সাহায্য করে। এই কর্মজীবী মানুষ হতে পারে তোমার বাবা-মা, পাড়া-প্রতিবেশী বা অন্য কেউ।

দলগত কাজ :

আমরা উপরের শ্রেণির ৫/৬ জন সফল শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ জানাই। তাদের সাথে কথা বলে জানতে চেষ্টা করি তাদের সফলতায় আত্মবিশ্বাস কীভাবে সাহায্য করেছে। এই সফল শিক্ষার্থীদের কেউ হতে পারে বিতর্কে, কেউ সংগীতে, কেউ আঁকায় বা পড়ালেখায় সফল।

পাঠ : ১৩

এসো আত্মবিশ্বাস যাচাই করি –

এসো আজ আমরা নিজেরা আমাদের আত্মবিশ্বাস যাচাই করি।

নিচে দশটি নির্দেশনা দেওয়া আছে। আমরা নিচের নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি নাকি মাঝে মধ্যে করি, নাকি প্রায়ই করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী নিচের ঘরে প্রাপ্ত নম্বর লিখব। আমরা সবাই সততার সাথে উত্তর দিব এবং খুব তাড়াতাড়ি দিব। বেশি দেরি করব না বা পাশের বন্ধুর উত্তর দেখে লিখব না। পূর্বের পাঠের নিয়মেই নম্বর দিব।

এসো শুরু করি-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমি এই বিষয়ে অন্যের মতামত জানার চেষ্টা করি।					
২.	সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমি দৃঢ়তার সাথে কাজটি শুরু করি।					
৩.	আমার নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত অন্যদের উপর কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে ভাবি।					
৪.	যেকোনো সমস্যা সমাধানে আমি সাহসের সাথে এগিয়ে যাই।					
৫.	যখন কেউ আমাকে অন্যায়/অযাচিত কিছু করতে বলে আমি দৃঢ়তার সাথে না বলি।					
৬.	যখন আমাকে আমার সম্পর্কে বলতে বলা হয় তখন আমি আস্থার সাথে বলি।					
৭.	আমি আমার কাজ অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার চেয়ে নিজে নিজেই করে থাকি।					
৮.	আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ছোট-বড় সবার সাথে পরামর্শ করি।					
৯.	আমি আমার প্রতিদিনের কাজ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সময়মতো শেষ করি।					
১০.	নতুন কিছু করার ব্যাপারে আমি সর্বদা অগ্রণী।					

এবার আমরা প্রতিটি নির্দেশনার কাজ অনুযায়ী বিভিন্ন ঘরে বসানো সংখ্যাগুলো যোগ করি। যোগফল কত হলো তা দেখে নিচের মন্তব্যগুলো পড়ি-

৫০-৪১: তুমি জানো তুমি কে এবং তুমি কী হতে চাও। তুমি অনেক আত্মবিশ্বাসী।

৪০-৩১: তুমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তবে তুমি চাইলে আরো ভালো করতে পারো।

৩০-২১: তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার উপাদান আছে। তোমার উচিত তোমার সাহসকে কাজে লাগানো। তোমার ভিতরে যে জড়তা তা তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আর এ জন্য তোমাকে প্রথমেই তোমার দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

২০ ও এর নিচে : তোমাকে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে । আত্মবিশ্বাসী হতে হলে তোমাকে অন্যের উপর নয়, নিজের চিন্তা-ভাবনা বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থাশীল হতে হবে। শিক্ষকের পরামর্শ ও বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তুমি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার চর্চা করে যাও।

পাঠ: ১৪

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীলতা

আমরা সবাই ভালোভাবে লেখাপড়া করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। কেউ ভাবে বড় হয়ে সে শিক্ষক হবে, কেউ ভাবে সে নিজে একটা ব্যবসা শুরু করবে। তবে শিক্ষা জীবন ও কর্মজীবনে যেকোনো কাজে সফলতা অর্জনের জন্য সৃজনশীল হতে হবে। একজন সৃজনশীল মানুষ যেকোনো কাজে অনেক ভালো করতে পারে। যেমন– একজন সৃজনশীল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সকল সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে তার সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সৃজনশীল মানুষরা কেমন, এসো তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই-

- নতুন কিছু করতে গেলে, নতুন পথে হাঁটতে গেলে কষ্ট থাকবেই; ব্যর্থতা আসতেই পারে। যারা সৃজনশীল নয় তারা এ ঝুঁকি নেয় না। তারা চেনা পথে হাঁটে, জানা কাজ করে। অন্যকে অনুকরণ করে। আর যারা সৃজনশীল তারা নতুন কিছু করতে ভয় পায় না বরং সবসময় নতুন কিছু করতে চায়, নতুনভাবে চলতে চায়।

- যারা সৃজনশীল তারা যুক্তি মেনে চলে। যেমন: বড় হয়ে একজন মানুষ ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন কারণ ডাক্তার হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। তাই সুখে থাকতে পারবে। অথচ একজন সৃজনশীল ডাক্তারের সুখের জায়গাটা অন্যরকম। তিনি টাকা রোজগারকে প্রাধান্য না দিয়ে সেবাকে প্রাধান্য দেন। যারা সৃজনশীল তারা যুক্তিকে যেমন প্রাধান্য দেন তেমনি প্রাধান্য দেন নিজের পছন্দ, ভালো লাগা ও আগ্রহকে। একজন সৃজনশীল মানুষের যদি শিক্ষকতা করতে ভালো লাগে তবে সে শিক্ষকই হবে। বেতন যা-ই হোক। তিনি নতুন কিছু করা সহ মানবসেবার বিভিন্ন দিকে কাজ করেন। এটাতেই তার সুখ।

- যারা সৃজনশীল তারা খেলাধুলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পছন্দ করে। তারা নিজেরা যেমন আনন্দে থাকে তেমনি তাদের চারপাশের পরিবেশটাকেও বেশ আনন্দময় করে রাখে।

- সৃজনশীল মানুষের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো তারা উদারমনা ও স্বাধীনচেতা হয়। তারা সুখ, দুঃখ অর্জন সবকিছুই সবার সাথে ভাগ করে নেয়। তারা চায় সবাই মিলে ভালো থাকতে। তারা মনে করে একা একা ভালো থাকা যায় না। তাই সবাই মিলে ভালো থাকার চেষ্টা করা উচিত।

- সৃজনশীল মানুষ কোনো কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না। তারা সর্বদা প্রকৃত সত্যটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। সবসময় তারা সত্যকে খুঁজে বেড়ায় এবং বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

- যারা সৃজনশীল তারা কোনো পুরস্কারের আশায় কাজ করে না। সৃজনশীল মানুষেরা কাজ করেই মজা পায়। তারা কাজ পাওয়া বা কাজ করতে পারাকেই পুরস্কার মনে করে।

- সৃজনশীল মানুষেরা সমাজ ও জীবনের নানা দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। তারা তাদের নিজেদের কাজ কীভাবে আরো ভালো করে করতে পারবে তা নিয়ে ভাবতে পছন্দ করে এবং সেভাবে কাজ করে।

একক কাজ :

আমরা তো এতক্ষণ পড়লাম একজন সৃজনশীল মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো কী। এসো এখন আমরা একটা সৃজনশীল কাজ করি।

আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাতায় কমপক্ষে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটা করে অনুচ্ছেদ লিখব ।

অনুচ্ছেদের নাম হবে :

'শিক্ষা জীবনে আমি কীভাবে সৃজনশীল হব'।

পাঠ : ১৫

আমি কি সৃজনশীল?

আমরা প্রায়ই সৃজনশীল মানুষের গল্প শুনি। আসলে কি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সৃজনশীল, নাকি সবাই? সত্য কথা হলো, আমরা সবাই সৃজনশীল; কেউ বেশি কেউ কম। যারা একটু কম সৃজনশীল তারা চাইলে আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে।

আমরা কতটা সৃজনশীল, চল একটু যাচাই করে দেখি। আমরা নিচের নির্দেশনাগুলো পড়ব এবং তারপর সেটা কি সবসময় করি, নাকি প্রায় করি, নাকি খুবই কম করি ইত্যাদি ধরন অনুযায়ী তা ঠিক করে প্রতি বাক্যের নিচের ঘরে প্রাপ্ত নম্বর লিখব। পূর্বের পাঠের মতোই নম্বর দিতে হবে।

এসো তবে শুরু করি-

ক্রম	নির্দেশনাগুলো	সবসময়	প্রায়ই	মাঝে মধ্যে	কম	খুবই কম
		৫	৪	৩	২	১
১.	আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করি					
২.	আমি যেকোনো পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি।					
৩.	আমি আমার চারপাশের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবি এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।					
৪.	আমি কোনো বিষয়ে ধরা-বাঁধা নিয়মের চেয়ে উন্মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ, পছন্দ করি।					
৫.	যেকোনো বিষয়ে জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে আমার খুব ভালো লাগে।					
৬.	আমি সব কথা খুব মনোযোগের সাথে শুনি। তাই আমি যা শুনি তার অনেকটাই মনে রাখতে পারি					
৭.	আমার নতুন কিছু লিখতে, নতুন পাঠ শিখতে, নতুন নকশা আঁকতে ভালো লাগে।					
৮.	নতুন কিছু দেখলে (যা আমি পারি না) তা আমি শেখার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি।					
৯.	আমার গাইড বই ভালো লাগে না। আমি প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লিখতে পছন্দ করি।					
১০.	আমি আমার চারপাশের ঘটনাগুলো কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটছে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি।					

যাচাই তো শেষ হলো। এবার প্রতিটি অংশের নিচে যে নম্বর দিয়েছ সেগুলো যোগ করে দেখ। যোগফল কত হলো? তোমার যোগফল যত হয়েছে সে অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে জেনে নাও-

৪১-৫০: তুমি যথেষ্ট সৃজনশীল মানুষ। তবে ভালোর কোনো শেষ নেই। তাই সবসময় চেষ্টা করে যাও আরো সৃজনশীল হওয়ার।

৪০-৩১: তুমি বেশ সৃজনশীল। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার আরও ভালো করার সুযোগ রয়েছে। তাই তোমার উচিত শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে আরো ভালো করে চেষ্টা করা।

৩০-২১: একজন সৃজনশীল মানুষের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সে বৈশিষ্ট্যগুলো তোমার মধ্যে আছে। তাই আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে চাইলে তোমাকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বেশি বেশি করে করতে হবে। তুমি তোমার শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে চেষ্টা কর।

২০ ও এর কম: তোমার মধ্যে সৃজনশীলতা সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় আছে। তাই সৃজনশীল হয়ে উঠার জন্য তোমার শিক্ষক, বন্ধু, সহপাঠী এবং পরিবারের সাহায্য নেওয়া উচিত। তুমি তোমার চারপাশের প্রকৃতি নিয়ে বেশি বেশি ভাববে। আমাদের সমস্যাগুলো কী কী, কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা যায় এসব উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। নতুন কোনো কিছু দেখলে শেখার চেষ্টা করবে।

নিজ নিজ সৃজনশীলতার মাত্রা তোমরা সবাই যাচাই করে দেখেছ। তবে এটাই চূড়ান্ত যাচাই বা পরীক্ষা নয়। সত্যিকারের সৃজনশীল সেই, যে কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি গুহাবাসী মানুষের মেধাশ্রমের উদাহরণ?
ক. শিকার করা এবং সবাই মিলে তা খাওয়া
খ. পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা
গ. বসবাসের উপযোগী বিপদমুক্ত গুহা নির্বাচন
ঘ. আকাশ দেখা ও ঘুমানো

২. বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা কত পুরানো?
ক. পাঁচশো বছরের
খ. এক হাজার বছরের
গ. দেড় হাজার বছরের
ঘ. আড়াই হাজার বছরের

৩. প্রাচীনকালের বর্ণমালা কেমন ছিল?
ক. অক্ষরভিত্তিক খ. ছবিভিত্তিক গ. জ্যামিতিক আকৃতির ঘ. বর্ণভিত্তিক

৪. নিচের কোন লিপি হতে বাংলালিপির উদ্ভব হয়েছে?
ক. মিশরীয় খ. গ্রিক গ. ব্রাহ্মী ঘ. চীনা

৫. আত্মবিশ্বাসী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. যেকোনো কাজে নিজের প্রতি আস্থা রাখা
ii. মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাওয়া
iii. অপছন্দনীয় ব্যক্তির কাজে বিরক্তি প্রকাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জয়নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ৯ম শ্রেণির দল গঠিত হলেও ৮ম শ্রেণিতে দল গঠন করা যাচ্ছিল না। প্রথম দিকের রোল নম্বরধারীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিযোগিতায় রাজি হলেও একজনের অভাব ছিল। শেষ রোল নম্বরধারী সাথী দাঁড়িয়ে বললো সে অংশগ্রহণ করতে চায়। শিক্ষক সাথীকে সুযোগ দিলেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতা শেষে সাথী সেরা বক্তার পুরস্কার পেল।

৬. সাথীর মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকট?
ক. মেধা খ. আত্মবিশ্বাস গ. আত্মমর্যাদা ঘ. সচেতনতা

৭. সাথীর এ গুণটির ফলে-
i. তার নিজের প্রতি আস্থা বাড়বে
ii. পুরস্কার প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হবে
iii. ঝুঁকি গ্রহণের সাহস বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জামিল ও কামরুল দুজনেই নূরুল ইসলাম সাহেবের কাছে আসবাবপত্র তৈরি করার কাজ শিখেছে। তারা দু'জনেই ব্যবসায় নিয়োজিত। কাজ করার ক্ষেত্রে জামিল সব সময়ই নূরুল ইসলাম সাহেবকে অনুকরণ করেন। কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়লেও জামিল তার সঙ্গে যোগযোগ করেন। এ কারণেই তাকে কোন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়নি। এতে তিনি অনেকের প্রশংসা পান। অন্যদিকে কামরুল তার শেখা বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে নতুন নতুন কাজের ফরমায়েশ নেন। নতুন ডিজাইনের আসবাবপত্র তৈরির কারণে প্রায়ই তিনি ফরমায়েশদাতাদের বাহবা পান।

ক. রোবট কী?
খ. আত্মবিশ্বাসী মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
গ. কামরুলের কাজের ক্ষেত্রে কোন দিকটি লক্ষণীয়? বর্ণনা কর।
ঘ. কাজের ক্ষেত্রে জামিলের পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২০২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের কাজ : যেগুলো অন্যেরা করে

জীবনধারণের জন্য আমাদের সকলকেই প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করতে হয় । এ কাজগুলোর কিছু কাজ আমরা নিজেরা করি আর কিছু কিছু কাজে অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয় । এই অধ্যায়ে সে ধরনের প্রয়োজনীয় কাজের ধারণা, গুরুত্ব এবং যারা কাজগুলো করেন তাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

১. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কাজ নিজে করার সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ করতে পারব;

২. প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;

৩. পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজগুলো মূল্যায়ন করতে পারব ।

৪. পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা প্রদান করব;

৫. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কায়িক কাজসমূহ করব;

৬. বাস্তব পরিস্থিতিতে কায়িক কাজ করব;

৭. কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব;

৮. বিভিন্ন কাজে ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনে আগ্রহী হব;

৯. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজসমূহ করতে আগ্রহী হব ।

পাঠ : ১, ২, ৩ ও ৪

কেন প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে করব?

দলগত কাজ :
প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে কর এমন যারা আছ তাদের মধ্য থেকে ২-৩ জন দাঁড়াও। তোমরা কী কী কাজ কর এবং এর ফলে তোমাদের ব্যক্তিগত কী কী সুবিধা হয় তা দলে আলোচনা করে বর্ণনা কর।

আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ থাকে। সাধারণত আমরা নিজেরাই এ কাজগুলো করে থাকি। তবে অনেকেই আছে যারা নিজের কাজ নিজে করে না বা করতে চায় না। অথচ তোমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝবে কাজ করার মধ্যে অনেক আনন্দ। বিখ্যাত ব্যক্তিরাও তাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। অন্যেরা করে দিতে চাইলেও তারা তা করতে দিতেন না।

নিজের কাজ নিজে করলে গুছিয়ে কাজ করা যায়, সময় বাঁচে, অর্থের সাশ্রয় হয় ও কাজ সুন্দর হয়। নিজের কাজ অন্যে করলে তার গুরুত্ব কমে যায়। তাছাড়া কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। আমরা যদি প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজেই করি তাহলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন :

কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে

প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজটি নিজে করলে কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আগ্রহ বেড়ে যাবে। নিজের কাজ নিজে করতে করতে কাজগুলোর প্রতি তোমার এক ধরনের ভালোলাগা তৈরি হবে। এর মাধ্যমে কাজ বা অন্যদের কাজের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। তখন আর কোনো কাজকে হীন বলে মনে হবে না।

আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়

নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করতে করতে একসময় কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নিজের প্রতি তোমার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে এবং যেকোনো কাজে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তুমি এই সুযোগ পাবে না এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়

নিজের কাজ নিজে করলে কাজের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে এবং নিজেকে পরিবার বা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একজন বলে মনে হবে। তুমি যখন নিজেই নিজের কাজ করবে তখন নিজের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে তোমার আগ্রহ তৈরি হবে।

সমস্যা সমাধান করা যায়

মাঝে মাঝে দেখা যায় হঠাৎ কোনো সমস্যার কারণে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকতে পারেন না। তখন নিজের কাজসহ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করার প্রয়োজন হয়। সবসময় নিজের কাজ নিজে করার অভিজ্ঞতা থাকলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পাদন করতে কোনো অসুবিধা হয় না এবং যেকোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

নেতৃত্বেরগুণ বৃদ্ধি পায়

নিজের কাজ নিজে করতে করতে একসময় নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হবে। যখন তুমি নিজের কাজ নিজে করবে তখন কাজ করার বিভিন্ন কৌশল তোমার জানা থাকবে এবং এর মাধ্যমে তুমি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে। তাছাড়া বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে ছোট ভাই-বোনসহ অন্যদেরকেও তোমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পরামর্শ দিতে পারবে।

শরীর ও মন ভালো থাকে

কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। কারণ কাজ করার মাধ্যমে শরীরের মাংসপেশিগুলোর সঞ্চালন হয় ও শরীরের ব্যায়াম হয়। প্রতিদিন কাজ করার কারণে শরীর ভালো থাকলে খোশমেজাজে কাজ করা সম্ভব হয়, তখন মনও প্রফুল্ল থাকে। নিজের কাজ নিজে করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো রাখা সম্ভব হয়।

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে

কাজ করতে করতে মানুষ সময় বাঁচিয়ে কম পরিশ্রমে কাজ করার অনেক উপায় খুঁজে বের করে। সবসময় চেষ্টা করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার। যেমন: অধিকতর সহজ ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করা, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করার নিত্য-নতুন পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা এবং অতিরিক্ত, বাতিলকৃত ও ফেলনা জিনিস দিয়ে ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা ইত্যাদি। নিজের কাজ নিজে করলে নতুন কিছু করার স্পৃহা তৈরি হবে এবং এর মাধ্যমে তোমার সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে।

সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়

যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সহনশীলতা ও ধৈর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারলে, কাজের ফলাফল নিজের অনুকূলে না এলে অথবা কাজে ভুল হলে অনেক সময় মেজাজ বিগড়ে যায়। অনেকে সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ কাজে সফল হওয়ার জন্য সহনশীল হওয়া অনেক জরুরি। নিয়মিত

কাজ করলে কাজের অভ্যাস, ভুল, বারবার চেষ্টা করা এবং কাজের প্রাপ্তির মাধ্যমে মানুষ সহনশীলতার শিক্ষা পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে সহনশীলতার শক্তি অর্জন করা সম্ভব।

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়

কাজ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মূল্য অনেক। সমাজে যে যত বেশি অভিজ্ঞ এবং দক্ষ সে তত নিপুণভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে। শুধুমাত্র কাজ করার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব এবং যে যত বেশি কাজ করে সে তত বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে উঠে। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে তোমার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং যেকোনো কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে

জন্মের পর থেকেই প্রত্যেক মানুষ এক-একটি আলাদা সত্তা হিসেবে গড়ে উঠে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মনোবৃত্তি আছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও মনন পরিবর্তিত এবং পরিশীলিত হতে থাকে। মানুষের কাজের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে মননশীলতা ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অধিকতর সহজ হয়।

কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় ও কর্মঠ হওয়া যায়

কাজ করতে করতে কাজের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ জন্মায়। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা তৈরি হওয়ায় যেকোনো কাজ তারা দ্রুততার সাথে সম্পাদন করে ফেলে। কাজের প্রতি আগ্রহ থাকলে সবসময় কর্মচঞ্চল ও যেকোনো কাজে সদা তৎপর থাকা সম্ভব হয়। নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে কর্মঠ ও কর্মতৎপর হওয়া যায়।

অলসতা দূর হয়

কাজ করার মাধ্যমে মানুষের অলসতা দূর হয়। অলসতা একধরনের রোগ, যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, মনোবলকে নিঃশেষ করে দেয়। কাজ না করার কারণে মানুষের উপর আলস্য ভর করে এবং একান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও তারা কোনো কাজ করতে সক্ষম হয় না বা করতে পারে না। নিজের কাজ নিজে করলে অলসতা দূর হয় এবং কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

ভয়, লজ্জা ও হীনমন্যতা দূর হয়

কাজ করার মাধ্যমে কাজের প্রতি মানুষের ভয়, লজ্জা ও হীনমন্যতা দূর হয়। এমন অনেক মানুষ আছে যারা কাজ করতে ভয় পায় এবং লজ্জা পায়। আবার অনেকে আছে যারা কাজ করতে গিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে, তাদের মধ্যে সারাক্ষণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই মনোভাব কাজ করে। নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। কাজের প্রতি যদি কারো কোনোরূপ ভীতি থেকে থাকে কাজ করার মাধ্যমে সেই ভীতি দূর হয়ে যায়। এছাড়াও নিজের কাজ নিজে করাতে অসম্মানের কিছু নেই বরং তা গৌরবের। সেজন্য নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে লজ্জা এবং হীনমন্যতাও দূর হয়।

এসো আমরা নিচের ঘটনাটি মনোযোগসহ পড়ি

মুশফিকের বয়স ১৪ বছর। মুশফিক একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তারা দুই ভাই-বোন। বড় বোন উপজেলার কলেজে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। মুশফিকের বাবা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আর মা গৃহিনি। মুশফিক বিদ্যালয়ের একজন ভালো ছাত্র। শিক্ষকেরা সবাই তাকে অনেক আদর করেন। কিন্তু নিজের পড়ালেখা ছাড়া আর কোনো কাজে তার কোনো খেয়াল নেই। মশারি টাঙানো, বিছানা গোছানো, পড়ার টেবিল গোছানো, স্কুলব্যাগ গোছানো, জামা-কাপড় ধোয়া সব কাজই অন্যরা করে দেয়।

মুশফিকের মামা একজন শিক্ষক। তার মামা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। মামা এসে দেখেন মুশফিকের মন খুব খারাপ। সে একদম চুপচাপ, কোনো কথাই বলছে না। অন্য সময় হলে মুশফিক খুশিতে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াত। মামা মনে করলেন, হয়ত কারো সাথে অভিমান করেছে। তিনি মুশফিকের কাছে বসে আদর করে তার মন খারাপ হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন। মুশফিক বলল, মামা আজ স্কুলে স্যারের বকুনি খেয়েছি আবার সবার সামনে অনেক লজ্জাও পেয়েছি, তাই মন খারাপ। মামা তাকে ঘটনা খুলে বলতে বললেন।

মুশফিক বলতে লাগল, সকালে স্কুলে গিয়ে দেখি সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। আমার এক বন্ধু বলল আমার প্যান্টের পেছনে নাকি অনেক ময়লা, তাই দেখে সবাই হাসাহাসি করছে। লজ্জায় আমার তখন কান্না পাচ্ছিল। আজ আমাদের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি আমার ব্যাগে কোনো কলম নেই। সারা ব্যাগ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো কলম পেলাম না। কলম না থাকায় স্যার আমাকে অনেক বকুনি দিলেন।

এরপর বাড়িতে চলে এলাম। বিজ্ঞান বিষয়ের স্যার বাড়ির কাজ দিয়েছেন। বিকেলে বিজ্ঞান বই খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটি জানালার পাশে এমনভাবে রাখা যে বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আর পড়তে পারলাম না। এসব কারণে আমার মন খুব খারাপ। আমি এখন কী করব মামা? মামা তার সব কথা শুনে বললেন তুমি প্যান্ট ধোয়ার সময় ভালোভাবে খেয়াল করোনি কেন? তাছাড়া স্কুলব্যাগ গোছানোর সময় পড়ার টেবিল গুছিয়ে ব্যাগে কলম নিলে না কেন? মুশফিক বলল, প্যান্ট তো ধুয়েছে রহিম (কাজের লোক) আর পড়ার টেবিল এবং স্কুলব্যাগও সেই গুছিয়েছে।

মামা বুঝতে পারলেন আসল সমস্যাটি কোথায়। তিনি তার ভাগ্নেকে বললেন, শোন নিজের কাজ নিজে করলে এসব সমস্যা হতো না। কারণ তুমি নিজে করলে কাজটি আরও ভালোভাবে করতে পারতে। এখন থেকে তোমার কাজগুলো তুমিই করবে। তাহলে আর লজ্জাও পেতে হবে না, স্যারের বকুনিও শুনতে হবে না। এখন আর মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই। চলো একটি বিজ্ঞান বই সংগ্রহ করি। যাওয়ার আগে তোমার প্যান্টটি সাবান দিয়ে ভিজিয়ে রাখো। বাড়িতে ফিরে প্যান্ট ভালো করে ধুয়ে ফেলবে।

মুশফিক তার নিজের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে পারল। এরপর থেকে সে সবসময় তার নিজের কাজগুলো নিজেই করে এবং সে কারণে তাকে আর কখনো লজ্জাও পেতে হয়নি এবং বকুনিও শুনতে হয় না।

একক কাজ : নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ -

১. কী কী কারণে মুশফিকের মন খারাপ ছিল?

২. নিজের কাজ নিজে না করলে এ রকম আরও কী কী অসুবিধা হতে পারে তা লিখ।

৩. মামার উপদেশ শুনে কীভাবে তার সমস্যা সমাধান করেছিল।

দলগত কাজ : শিক্ষকের নির্দেশনায় ছোট দলে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার কর।

নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা ও না করার অসুবিধা

নিজের কাজ নিজে করার অনেক সুবিধা রয়েছে। নিজের কাজ নিজে করলে কাজটি নিজের মতো করে করা সম্ভব হয়। কারণ তোমার কাজ তুমি কীভাবে করবে সেটি তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝবে না। তাছাড়া নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না। অন্যদিকে নিজের কাজ নিজে না করলে অনেক ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়। যেমন, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, অন্যের কাজ পছন্দ না হওয়া, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া ও আর্থিক ক্ষতিসহ নানান রকমের সমস্যার মুখোমুখি হওয়া।

তোমরা নিচের টেবিলে নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা ও নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধাগুলো লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য দুইটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখা আছে।

ক্রম	নিজের কাজ নিজে করার সুবিধা	নিজের কাজ নিজে না করার অসুবিধা
১	সঠিক উপায়ে কাজ করা হয়	কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
২	কাজের চাপ তৈরি হয় না	দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		

পাঠ : ৫, ৬ ও ৭

প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজগুলোর গুরুত্ব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান ধরনের কাজ থাকে। এর মধ্যে কিছু কাজ একান্ত নিজের আবার কিছু কাজ আছে যা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সম্পর্কিত। পরিবারের অন্য সদস্যদের এ রকম কাজগুলোও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয়। যেমন : পরিবারের কেউ যদি বাজার না করেন আর কেউ যদি রান্না না করেন তাহলে পরিবারের সবাইকে না খেয়ে থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যরা যদি তাদের কাজগুলো না করেন তাহলে আমাদের জীবন থমকে যাবে। পরিবারের বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করার জন্য পরিবারের একজনকে অন্যজনের উপর নির্ভর করতে হয় ও সহযোগিতা নিতে হয়।

তোমরা সবাই তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের সদস্যরা কী কী কাজ করে থাকে তা নিয়ে চিন্তা কর। এরপর সবাই নিচের টেবিলে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজগুলো লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনটি কাজ লেখা আছে।

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ সমূহ
১	রান্না করা
২	বাজার করা
৩	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	

উপরে তোমরা যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করলে এ রকম অনেক কাজ আছে যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় এবং পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত এ কাজগুলো করে থাকেন। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ তারা এ কাজগুলো নিয়মিতই করছেন; যদি এ কাজগুলো তারা না করতেন তাহলে পরিবারের অবস্থা কী দাঁড়াত? যেমন, যে পরিবারে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি রয়েছে সে পরিবারের কেউ যদি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের কাজটি নিয়মিত না করত, দেখাশোনা না করত তাহলে আমরা এগুলো কোথায় পেতাম? ছোট ভাই-বোনদের যদি মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেখাশুনা না করতেন কীভাবে তারা বেড়ে উঠত? প্রতিদিন যদি কেউ ঘর-দোর-আঙিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করত তাহলে কী অবস্থা হতো? পরিবারের বড়রা যদি তোমাদের পড়া দেখিয়ে না দিতেন তাহলে তোমরা কীভাবে পড়া শেষ করতে? পরিবারের সদস্যরা এসব কাজ নিয়মিত করেন বলেই আমরা সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারি।

দলগত কাজ :
প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় যে সকল কাজের ক্ষেত্রে আমরা পরিবারের অন্যদের উপর নির্ভরশীল সে কাজগুলো তারা না করলে কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হতো? তোমরা সবাই দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

তোমরা সবাই জানো তোমাদের কাজ ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক। এবার এসো আমরা প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানি–

খাদ্যের সংস্থান

পরিবারের সদস্যরা তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্যের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্যরা বাজার করে, রান্না করে আমাদের প্রতিদিনের সকাল-দুপুর-রাতের খাবারের সংস্থান করেন। তারা এ কাজগুলো না করলে পরিবারের সদস্যদের প্রাত্যহিক জীবনের ভরণ-পোষণ হতো কোথা থেকে? এজন্য আমাদের জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

সুন্দর জীবনযাপন

দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করার জন্য পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকেন। বাড়ির আঙিনা, ঘর পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রতিদিন ঘর গোছানো, আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিবারের সদস্যরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা করেন।

শিক্ষা

যারা লেখাপড়ায় জড়িত তাদেরকে পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন পড়া দেখিয়ে দেন ও বিদ্যালয়ের কাজ তৈরি করতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাকে নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্যরা নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। লেখাপড়ার বিভিন্ন উপকরণ তথা খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি তারা সরবরাহ করেন। এজন্য আমাদের জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

চিকিৎসা

পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো, বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা, ওষুধপত্র কেনা, ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ পরিবারের অন্য সদস্যরাই করে থাকেন। যদি পরিবারের কেউ হঠাৎ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে তার সেবা–শুশ্রূষা করতে সাথে সাথে ডাক্তার বা নার্স পাওয়া সম্ভব হয় না। তখন পরিবারের সদস্যরাই তাকে প্রাথমিক সেবা–শুশ্রূষা দিয়ে থাকেন এবং পরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। এক্ষেত্রেও পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক।

গবাদিপশু ও হাঁস–মুরগি পালন

গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণী তথা গরু, ছাগল, মহিষ ও হাঁস-মুরগি থেকে আমরা আমিষ জাতীয় খাবার পেয়ে থাকি। এর মধ্যে দুধ, ডিম, মাংশ ইত্যাদি। আবার এসব প্রাণীর বিষ্ঠা দিয়ে আমরা জৈব সার তৈরি করে থাকি। তাছাড়া বর্তমানে এসব প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস পাওয়া যায়। উপরোক্ত জিনিসগুলো এসব প্রাণী থেকে পেতে হলে তাদের যথাযথ যত্নের প্রয়োজন হয়, যা পরিবারের সদস্যরা করে থাকেন।

এছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, যা আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কাজ করার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছ থেকে যেকোনো কাজ সহজভাবে করার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কাজ লক্ষ্য করার মাধ্যমে কাজ করার বিভিন্ন উপায় ও কৌশল শেখা যায়। অনেক সময় তারা উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরা কাজ করেন ও হাতেকলমে কাজ করার শিক্ষা দেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ ও উদ্দীপনা লাভ করা যায়।

সবাই নিচের ঘটনাটি মনোযোগসহ পড়

করিম ও রহিমা দুই ভাই-বোন। করিমের বয়স ১৪ বছর আর রহিমার বয়স ১২ বছর। তারা দু'জনেই লেখাপড়া করে। করিম অষ্টম শ্রেণি আর রহিমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাদের পরিবার একটি দরিদ্র পরিবার। তাদের বাবা নেই।

মা সালেহা বেগম অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার ও তাদের লেখাপড়ার খরচ চালান। প্রতিদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে বাজার করে তারপর চুলায় রান্না চড়ান। দিনশেষে তার সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে তিনি সব কষ্ট ভুলে যান। তার সন্তানরা তাকে ঘর গোছানো, গবাদি পশু-পাখি লালন-পালনসহ পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে।

একদিন করিম ও রহিমা বিদ্যালয় থেকে ফিরে দেখে তাদের মা ভীষণ অসুস্থ। বাড়িতে সব অগোছালো পড়ে আছে। যেহেতু মা অসুস্থ তাই আজ বাজারও করা হয়নি এবং রান্নাও হয়নি। মায়ের অসুস্থতায় তারা দুজন বেশ অসহায় বোধ করল; তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। তারা তাদের মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলো। প্রতিবেশীরাও ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পরামর্শ দিল। তাই তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের মা সুস্থ হয়ে উঠল।

একক কাজ–১ : নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর লেখ-
১. মা অসুস্থ হওয়ার ফলে প্রাত্যহিক কাজে করিম ও রহিমাদের পরিবারে কী কী সমস্যা হচ্ছে?
২. প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা উপরোক্ত ঘটনার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
দলগত কাজ–২ : শিক্ষকের নির্দেশনায় শ্রেণির সকলে মিলে প্রতিমাসে একবার বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ/বাগান পরিষ্কার কর।

পাঠ : ৮, ৯ ও ১০

প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ

উপরে বিভিন্ন কাজের যে ছবিগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেগুলো প্রতিদিন করতে হয় না কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ রকম অনেক কাজ আছে যেগুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মানুষ যে কাজগুলো করে থাকে সেগুলো দুই ধরনের। একটি হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আর অন্যটি প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন। যে কাজগুলো প্রতিদিনই করা আবশ্যক এবং না করলে সমস্যা হবে সেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের কাজ আর যে কাজগুলো প্রতিদিন করার দরকার হয় না বা প্রতিদিন না করলে কোনো সমস্যা হয় না বরং সপ্তাহে, মাসে, ছয় মাসে বা

বছরে করতে হয় সেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাবার তৈরি প্রতিদিনের কাজ আর ঘর মেরামত করা বাৎসরিক কাজ। দুই ধরনের কাজই মানুষ নিজেরাও করে আবার অন্যদেরও সহায়তা নেয়। আমাদের আলোচনা পরিবারের বাইরে অন্যরা করে এমন কাজ নিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং যা পরিবারের বাইরে অন্যরা করে এমন কিছু কাজের তালিকা নিচের টেবিলে লেখ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে একটি করে কাজ উল্লেখ করে দেওয়া হলো।

ক্রম	প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজ		
	সাপ্তাহিক	মাসিক	বাৎসরিক
১	ফসলের জমিতে পানি সেচ দেওয়া	চুল কাটা	ঘর মেরামত
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			

তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে যে মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়িতে বাইরের লোকেরা এসে বিভিন্ন কাজ করে আবার চলে যায়, সে কাজগুলো প্রতিদিন করার প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ বলা যেতে পারে, কৃষিজমিতে চাষাবাদের জন্য মৌসুম অনুযায়ী এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের মানুষের বাড়িতে থেকে কাজ করে, পয়ঃনিষ্কাশন কর্মী কয়েক মাস পরপর বাড়িতে এসে মল-মূত্রের ট্যাংক পরিস্কার করে, কাঠমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রিরা বছরে একবার বাড়ি মেরামত করতে আসে, রং মিস্ত্রি বাড়ি রং করে দেয়, গাছিরা কয়েকমাস পরপর গাছ পরিষ্কার করে দেয়।

এছাড়াও আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আরও এমন অনেক কাজ আছে যা অন্যরা সম্পাদন করে। উদহারণস্বরূপ বলা যায়, জেলেদের মাছ ধরা, দোকানির দোকানদারি, কাঁচাবাজারের বিক্রেতা, গবাদিপশু পালক, বিভিন্ন যানবাহনের চালক, রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ইত্যাদি। প্রায়ই আমাদের চাল-ডাল, মাছ-মাংস-তরিতরকারি কেনা লাগে। দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনা, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা করতে হয়। এ কাজগুলো সরাসরি আমরা করি না অথচ এগুলো আমাদের পারিবারিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অর্থাৎ আমাদের কাজ যা অন্যরা করে।

দলগত কাজ :
‘প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় সকল কাজ নিজেই করা সম্ভব’ বিষয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজগুলো যারা করেন

সুন্দরভাবে জীবন ধারণের জন্য সংসার জীবনে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। এ কাজগুলোর সবগুলোই যে আমরা নিজেরা করি বা করতে সক্ষম তা নয়। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো অন্যের সহায়তা ছাড়া করা সম্ভব নয়। এসব কাজ করার জন্য পরিবারের বাইরে অন্যদের সহযোগিতা নিতে হয়। এসব কাজ সংশ্লিষ্ট পেশার লোকজন আমাদের জন্য করে থাকেন।

তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখবে এ কাজগুলো যারা করেন তারা তোমাদের আশপাশেরই লোক, প্রতিবেশী, একই গ্রামের কিংবা একই এলাকার বাসিন্দা। অনেকেই থাকেন যারা তোমাদের পূর্বপরিচিত এবং বেশ চেনাজানা। এদের মধ্যে যারা যে কাজে পারদর্শী তারাই সে কাজগুলো করে থাকেন।

কাজগুলোর গুরুত্ব

পারিবারিক জীবনকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক। এসো আমাদের জীবনে অন্যদের কাজের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করি-

পণ্যের যোগান: আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য অনেক জিনিসপত্রের দরকার হয়। প্রতিদিনের আহারের আয়োজনে চাল-ডাল, তরি তরকারি, মাছ-মাংস, দুধ ও অন্যান্য মুদি সামগ্রী, কিংবা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য বই-খাতা-কলমসহ বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়। জেলে, কৃষক, গোয়ালা, ব্যবসায়ী ও দোকানদার তাদের মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব জিনিসের যোগান দেন।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিচার করতে গেলে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। দেশের প্রকৌশলী ও নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখছেন। বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট তৈরি ও মেরামত, পুকুর-খাল-নালা খনন, বন্দর নির্মাণ ও বাজারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এজন্য আমাদের জীবনে প্রকৌশলী, নির্মাণ শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকের কাজের গুরুত্ব অনেক।

যাতায়াত

জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। চাকরিজীবীদের অফিসে যাওয়া, কোথাও বেড়াতে যাওয়া, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন কাজ করার জন্য মানুষকে রাস্তায় চলাচল করতে হয়। পরিবহনকর্মী ও চালকরা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক সময়ে তার গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে থাকেন।

বিনোদন

সুষ্ঠু বিনোদন মানুষের জীবনধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বেতার ও টেলিভিশন কর্মীরা মানুষের বিনোদনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। বিভিন্ন খেলোয়াড়রা তাদের খেলার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন। বিভিন্ন পার্ক, থিয়েটার, সিনেমা হল, যাদুঘরে কর্মরত কর্মীরা সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করে।

খাদ্য উৎপাদন

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি। দেশের কৃষকসমাজ তাদের নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শস্য ও ফসল ফলিয়ে দেশের খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। কৃষক কৃষি কাজ করে, জেলে মাছ শিকার করে ও রাখাল গবাদি পশুকে লালন-পালন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

সুস্থ–সবল জীবনযাপন

অসুস্থ হলে বা রোগাক্রান্ত হলে মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়। সেই হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবক-সেবিকারা মানুষকে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ সবলভাবে বাঁচতে, সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে সহায়তা করেন। এজন্য আমাদের জীবনে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকার কাজের গুরুত্ব অনেক।

নিরাপত্তা

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না; মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য দেশের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করে। তাছাড়া দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সশস্ত্র বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী কাজ করছে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন করে ও মানুষকে নিরাপত্তা দেয়।

সুন্দর জীবনযাপন

মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্নজন প্রতিনিয়ত কাজ করে থাকেন। পরিচ্ছন্নকর্মীরা প্রতিদিন এলাকা পরিষ্কার করে রাখে, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন কর্মীরা মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। পোশাক শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করে এবং অন্যান্য শ্রমিকরা বিভিন্ন আসবাব ও তৈজসপত্র তৈরি করে যা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষকে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা করে।

দলগত কাজ :
প্রতিদিন করতে হয় না এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করে এগুলোর গুরুত্ব পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন কাজটি সরাসরি অনুশীলনমূলক কাজ?
ক. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গল্প পড়া
খ. নিজের কাজ নিজে করা
গ. অন্যকে দিয়ে কাজ করানো
ঘ. সৃজনশীল কাজ দেখা

২. নিচের কোন কাজটি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে?
ক. বাড়িতে বিদ্যুত থাকা
খ. বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখা
গ. বাড়ির কাজ অন্যকে দিয়ে করানো
ঘ. দামি দামি পোশাক পরা

৩. প্রাত্যহিক জীবনে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজের মধ্যে পড়ে-
i. সড়ক উন্নয়ন, বন্দর নির্মাণ
ii. নিজের জন্য পুকুর খনন ও চাষাবাদ
iii. নিজের কাপড়-চোপড় ধোয়া ও গুছিয়ে রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনি ছোটবেলা থেকেই তার ব্যক্তিগত ও প্রাত্যহিক সকল কাজ নিজে করতে পছন্দ করে। মা-বাবা বা অন্য কেউ তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেও সে নিজের কাজ নিজে করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বলে জানায়।

৪. অনির এ বৈশিষ্ট্যটি কোন দক্ষতাকে নির্দেশ করে?
ক. সমস্যা সমাধান
খ. সহযোগিতামূলক
গ. আত্ম নির্ভরশীলতা
ঘ. যোগাযোগ

৫. অনির এ বৈশিষ্ট্যটি তাকে ভবিষ্যতে-
i. আত্মসচেতন করে গড়ে তুলবে
ii. কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবে
iii. সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হাসেম সাহেব একজন কৃষক। তার ৫০ বিঘা জমি আছে। তিনি এ জমিগুলোতে মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসল চাষ করে থাকেন। তার জমিতে চাষাবাদের কাজ করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাষিরা আসেন। হাসেম সাহেব তার চাষাবাদের মাধ্যমে অনেক খাদ্য উৎপাদন করেন। তার ছেলে সাকিব ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তার ফার্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের কাজ করেন। তার অধীনে প্রায় ১০০ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজ করেন।

ক. নিরাপত্তা কী?

খ. প্রাত্যহিক জীবনে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গ. সাকিব দেশের জন্য কী ধরনের ভূমিকা রাখছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. হাসেম সাহেবের কাজের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আমাদের শিক্ষা ও কর্ম

তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ ভবিষ্যতে কোন পেশায় যেতে চাও? সে পেশা গ্রহণের জন্য তোমাদের কী কী বিষয় জানতে হবে, কী কী দক্ষতা অর্জন করতে হবে? এ দক্ষতাগুলোই বা কীভাবে তোমরা অর্জন করতে পারবে? সেই পেশায় সফল হতে হলে তোমাদের কী ধরনের গুণ বা দক্ষতা থাকা দরকার? আমরা এ অধ্যায়ে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে এসো কর্মক্ষেত্রে বা পেশায় সাফল্য লাভের উপায়, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যকার সম্পর্ক এবং পরবর্তী শিক্ষাস্তর সম্পর্কে জেনে নিই।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

১. কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণ অর্জনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;

২. শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. কর্মসংস্থানের সাথে পাঠ্য বিষয়সমূহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব;

৪. পরবর্তী শিক্ষাস্তরের শাখা ও বিষয় নির্বাচনে নিজের আগ্রহ ও প্রবণতা শনাক্ত করতে পারব;

৫. আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রতিবেদন লিখতে পারব;

৬. বিদ্যালয়ের আয় সৃজনমূলক একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারব;

৭. পরবর্তী শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়সমূহের গুরুত্ব জানতে আগ্রহী হব এবং

৮. শিক্ষা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব।

পাঠ : ১ ও ২

কর্মক্ষেত্রে সফলতার চাবিকাঠি

পূর্বের শ্রেণিতে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার প্রয়োজনীয় গুণগুলো সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। এসো দেখি এই গুণগুলোর মধ্যে কোনটি কোন কাজে লাগে।

দলগত কাজ :
নিচে কিছু গুণ বা দক্ষতার তালিকা দেওয়া আছে। এসো দলে বসে আলোচনা করি এই দক্ষতাগুলো স্কুলে বা শ্রেণিকক্ষে কীভাবে কাজে লাগে, আর কর্মক্ষেত্রেই বা কীভাবে কাজে লাগতে পারে। প্রতিক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণও চিন্তা করি আর তা ছক অনুযায়ী খাতায় লিখি।

গুণ/দক্ষতা	বিদ্যালয়ে এটি কীভাবে কাজে লাগে?	কর্মক্ষেত্রে এটি কীভাবে কাজে লাগে?
১. স্মরণশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা ২. সময়মতো কাজ করে তা নির্ধারিত সময়ে জমা দেওয়া ৩. মনোযোগ দিয়ে শোনা ৪. কাজের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া ৫. নিজের কথা গুছিয়ে বলতে পারা ৬. নোট নেওয়া ৭. নিজে নিজে কাজ করতে পারা ৮. লিখতে পারা বা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা ৯. সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা ১১. উদ্দীপ্ত বা উৎসাহিত বোধ করা ১২. নেতৃত্ব দেওয়া ১৩. গুছিয়ে/সুবিন্যস্তভাবে কাজ করা ১৪. দলে কাজ করার ক্ষমতা ১৫. নিয়ম মেনে চলা ১৬. পরিশ্রমী		

আমরা দেখলাম যে কিছু সাধারণ গুণাবলি বা দক্ষতা রয়েছে যেগুলো উভয় ক্ষেত্রে জরুরি। হোক তা শিক্ষাজীবন কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পেশাগত জীবন। তবে কিছু দক্ষতা রয়েছে যা শুধু নির্দিষ্ট পেশার জন্যই দরকার। অর্থাৎ কিছু দক্ষতা হলো সাধারণ যেগুলো সকল পেশায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন। আবার কিছু

বিশেষ দক্ষতা আছে যেগুলো শুধু বিশেষ বিশেষ পেশার জন্য প্রয়োজন। যেমন– মাটির জিনিসের উপর সুন্দর কাজ করা, এটি কুমোর পেশার জন্য দরকার। এ রকম আরও অনেক বিশেষ দক্ষতার উদাহরণ তোমরা নিজেরাই দিতে পারবে।

বাড়ির কাজ :

নিচের বিষয়গুলো নিয়ে বাবা/মা/আত্মীয়/প্রতিবেশী যে কারোর সাথে কথা বলো।

- জেনে নাও তার পেশা এবং এই পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।
- দক্ষতাগুলোর তালিকা তৈরি কর।
- এগুলোর মধ্যে কোনগুলো তুলনামূলকভাবে সাধারণ এবং কোনগুলো বিশেষ শ্রেণির (শুধু নির্দিষ্ট ধরনের পেশার জন্য প্রয়োজন) তা চিহ্নিত কর।

কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণ

নিচে কিছু পেশাজীবীর তালিকা দেয়া হলো। তোমরা তোমাদের শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সুবিধামতো এসব পেশার একেকজন ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যে দক্ষতাগুলো দরকার হয় তা জেনে নিতে পার। এসো দেখি আমরা কাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি–

১. শিক্ষক

২. চিকিৎসক

৩. মালী

৪. দপ্তরি

৫. কাঠমিস্ত্রি

৬. দর্জি

৭. জেলে

৮. মাঝি

৯. দোকানদার
১০. প্রকৌশলী
১১. কৃষক
১২. ব্যাংকার
১৩. সরকারি চাকরিজীবী
১৪. নার্স
১৫. কুমোর

দলগত কাজ :

প্রত্যেক দল একেকজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেবে। এজন্য তোমরা একটি সাক্ষাৎকারপত্র (কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তার তালিকা) তৈরি করে নাও। তাতে যেন নিচের প্রশ্নগুলো বাদ না পড়ে তা লক্ষ রেখো।

সাক্ষাৎকারপত্রের জন্য প্রশ্ন

১. আপনি কবে থেকে এ পেশায় আছেন?
২. আপনার সাধারণত কী কী কাজ করতে হয়?
৩. কাজগুলো করার জন্য আপনার কী কী দক্ষতার প্রয়োজন হয়?
৪. এ দক্ষতাগুলো আপনি কীভাবে অর্জন করেছেন?
৫. এর মধ্যে কোন কোন দক্ষতাগুলো আপনার এই কাজের জন্য অপরিহার্য?
৬. এই দক্ষতাগুলো উন্নয়নে আপনি কী করেন?

এসো এবার আমরা দলে বসে প্রত্যেক পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর তালিকা দিয়ে পোস্টার তৈরি করি। এর মধ্যে যেগুলো সাধারণ দক্ষতা সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি। একইভাবে বিশেষ দক্ষতাগুলোকেও অন্য আরেকটি নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি। পোস্টারে চিহ্নগুলোর অর্থ লিখে দেই। প্রত্যেক দলের পোস্টার শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে লাগাই। সবাই অন্যান্য দলের পোস্টারগুলো দেখি। অতঃপর আলোচনা করি।

পাঠ : ৩ ও ৪

কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার গুণাবলি

আমরা কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুনাবলি শনাক্ত করতে পেরেছি। এবার আমরা কিছু সাধারণ গুণাবলি যা কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য জরুরি তা অর্জনের উপায় সম্পর্কে জানব।

দলগত কাজ

আমরা কিছু শক্ত কার্ডে অথবা সাদা কাগজে নিচের তালিকা দেখে এক একটি কার্ডে এক একটি দক্ষতা বড় বড় করে লিখি–

এবার প্রতিটি দল একটি করে কার্ড তুলে নিই। যার কাছে যে দক্ষতার কার্ড রয়েছে সে দক্ষতাটি নিয়ে দলে আলোচনা করি। আলোচনা নিচের বিষয়কেন্দ্রিক হবে:

- এই দক্ষতাটি বলতে কী বোঝায়?
- এই দক্ষতাটি কেন প্রয়োজন?
- এই দক্ষতাটি না থাকলে কাজ করতে কী সমস্যা হবে?
- কোন ধরনের পেশা/কর্মক্ষেত্রে এটি বেশি দরকার?
- এই দক্ষতাটি কীভাবে অর্জন করা যায়?

প্রত্যেক দল থেকে একজন দলীয় আলোচনা থেকে পাওয়া মূল বিষয়বস্তুগুলো শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের গল্প

রোদেলা ব্যাংকে চাকরি করেন। আজ একটি জরুরি মিটিং রয়েছে। তিনি ঠিক সময়ে মিটিং-এ এসে উপস্থিত হলেন। মিটিং-এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপক একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব কে নিবে তা জানতে চাইলেন। রোদেলা সাথে সাথে হাত তুলে বললেন, "স্যার আমি এই দায়িত্বটি নিতে চাই।" ব্যবস্থাপক খুশি হয়ে তাকে দায়িত্ব দিলেন। তিনি ভালোভাবে দায়িত্ব বুঝে নিলেন। দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে কম্পিউটারে কিছু কাজ করতে হবে। এর মধ্যে একটি কাজ কীভাবে করতে হয় তা রোদেলা জানতেন না, তাই তিনি এক সহকর্মীর কাছ থেকে তা শিখে নিলেন। পরের সপ্তাহের সভায় রোদেলা তাকে দেওয়া কাজটি উপস্থাপন করলেন। উপস্থাপনা শেষে সবাই খুশি হয়ে হাততালি দিল। ব্যবস্থাপক বললেন, 'চমৎকার'।

দলগত কাজ :

- উপরের ঘটনাটিতে রোদেলার কী কী গুণ ও দক্ষতার বিষয় ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করে নির্ধারণ কর।
- গুণগুলো না থাকলে কী ঘটতে পারত তা পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

পাঠ : ৫ ও ৬

কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের ঘটনা : এসো নিজেরাই তৈরি করি

- মীনা গ্রামের এক দোকানে সেলাইয়ের কাজ করে। এইবার ঈদে..............
- সাব্বির গ্রামে গ্রামে চিঠি বিলি করে.........
- ডাক্তার মীরন কুমারের চেম্বারে আজ অনেক রোগীর ভিড়........
- তাহমিনা একটি জেলা শহরের স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান পড়ায়। সামনের বার্ষিক পরীক্ষায়...
- বিজয় চাকমা কাঠের কাজ করে। আজ..........
- বাইরে অনেক বৃষ্টি। হাসান মাঝি........

একক কাজ :
উপরের অসমাপ্ত ঘটনাগুলো থেকে আগের পাঠের মতো করে একটি ঘটনা/ গল্প তৈরি কর যেখানে একজন মানুষের কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার বিভিন্ন গুণ প্রকাশ পাবে। গল্পটি অনুসারে একটি ছবি আঁক।

এবার আমার লেখা ঘটনাটি পাশের বন্ধুটিকে পড়তে দিই। আঁকা ছবিটিও দেখাই। আমি পড়ি তার লেখা ঘটনাটি, দেখি তার আঁকা ছবিটি। ঘটনার মধ্য দিয়ে যে গুণ/দক্ষতাগুলো ফুটে উঠেছে সেগুলো বন্ধুটির লেখা ঘটনার নিচে তালিকাবদ্ধ করি। এবার দুজনে মিলে দুজনের লেখা ঘটনা ও তাতে যে গুণগুলো উঠে এসেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

শিক্ষা ও কর্মের সম্পর্ক

ঘটনা ১ : মীনা তার বাবার কাছে ছোটবেলা থেকেই মাটির জিনিস তৈরি করা শিখেছে। এখন সে মাটির জিনিসে সুন্দর ফুল, লতা-পাতার নকশা করা শিখছে। সে বাবার সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে দুটি ফুলদানি তৈরি করল। তাতে কারুকাজ ও রঙ করল। গত শনিবার হাটে তার বাবা ফুলদানি দুটি ভালো দামে বিক্রি করেছে। সেই খুশিতে পরিবারের সবাই আজ পিঠা খাচ্ছে।

ঘটনা ২ : মারিয়া পাইলট। সে বিমান চালায়। এজন্য তাকে বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে, আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ও আবহাওয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সে বিদ্যালয়ে থেকে অর্জন করেছিল। এছাড়া সে ট্রেনিংয়ের সময় বিমান চালানোর কৌশল শেখার সাথে সাথে এগুলো ভালো করে রপ্ত করেছে, তাই সে অনেক আত্মবিশ্বাসী।

ঘটনা ৩ : বিজয় চাকমা বিদেশে কাজ করে। তাকে ভারী জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। তার মতো আরো অনেক বাংলাদেশি এসব কাজ করে। সে প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠায়। সে টাকায় তার বাবার চিকিৎসা হয়, ছোট বোনের পড়ার খরচ মেটে। তার সহকর্মী অনেকেরই ভারী জিনিস বহনের কারণে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সে বেশ সুস্থ। সবাই তার কাছে এই সুস্থতার রহস্য জানতে চাইলে সে বলল, ভারী জিনিস কীভাবে তুলতে হয় ও নামিয়ে রাখতে হয় তার নিয়ম আমি দেশে একটি প্রশিক্ষণ থেকে শিখেছি। আরেক বাংলাদেশি সালাম বলল– "ইশ! আমি এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণই নেইনি"।

দলগত আলোচনা :

উপরের ঘটনা তিনটি আলোচনার মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে:

- আমরা যে পেশায় বা কাজে নিযুক্ত হতে চাই সেই পেশা বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো কী উপায়ে অর্জন করতে পারি?
- কাজে সাফল্যের সাথে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ।
- প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে কর্মক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা হতে পারে?

প্রত্যেক পেশা বা কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন । এগুলো আমরা বিভিন্নভাবে অর্জন করতে পারি । কিছু কিছু দক্ষতা আছে যা আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান ছাড়াই পরিবার বা অন্য কারো কাছ থেকে শিখে নিতে পারি । যেমন– হাতের কাজ, সেলাই, রান্না ইত্যাদি ।

আবার কিছু কিছু দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার হয় । যেমন– শিক্ষক, চালক, উকিল, ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, স্থপতি ইত্যাদি পেশার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন । তবে যেকোনো বিষয়েই প্রশিক্ষণ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করে । যেমন– সেলাই বা রান্নার কাজ হাতে-কলমে পরিবারের কারো কাছ থেকে শিখলেও এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আমাদের এ দক্ষতাগুলো বৃদ্ধিতে আরও সাহায্য করে ।

পাঠ : ৭ হতে ১০

পঠিত বিষয় ও কর্মসংস্থান

ঘটনা ১ : সাবিহার খুব ইচ্ছা সে বড় হয়ে ফার্মেসি/ঔষধ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ালেখা করবে। কারণ বিভিন্ন ধরনের ওষুধপত্র, সেগুলোর গঠন, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে তার অনেক আগ্রহ। এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর যখন সাবিহা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে চাইল তখন কলেজের শিক্ষকেরা জানালেন বিজ্ঞান আর গণিত বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় সে ব্যবসায় শিক্ষা অথবা মানবিক শাখায় ভর্তি হতে পারবে, কিন্তু বিজ্ঞান শাখায় নয়। শিক্ষক বললেন, 'ইংরেজিতে তুমি অনেক ভালো করেছ। তুমি বড় হয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়তে পার'। সাবিহা বলল, "কিন্তু ম্যাডাম আমি তো ফার্মেসি বিষয়ে পড়তে চেয়েছিলাম।" ম্যাডাম বললেন, "সাবিহা, বিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট নম্বর না থাকলে তো বিজ্ঞান শাখায় পড়া যাবে না। আর বিজ্ঞান শাখায় না পড়লে ভবিষ্যতে তুমি ফার্মেসি বিষয়ে পড়তে পারবে না।" সাবিহা বাসায় যেতে যেতে ভাবতে লাগল– "ইশ! যদি আগে জানতাম তাহলে গণিত আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ভালো করে পড়তাম। এখন আর আমার ইচ্ছা পূরণের কোনো পথ থাকল না।"

ঘটনা ২ : আশরাফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে ঢুকেছে। এখানে প্রায়ই তাকে বিদেশি কোম্পানির ম্যানেজারদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। কখনো কম্পিউটারে ই-মেইলের মাধ্যমে, কখনো ফোনে, কখনো বা সামনাসামনি মিটিং-এ। এসব ক্ষেত্রে তাকে ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে হয়। আশরাফ বরাবরই ইংরেজিতে ভালো। সে ইংরেজি বিষয়টি সব সময়ই ভালো করে পড়েছে। অবসর সময় সে টেলিভিশনে ভালো ইংরেজি চলচ্চিত্র আর অনুষ্ঠান দেখত। বন্ধু-বান্ধবের সাথে প্রায়ই সে ইংরেজিতে কথা বলার চর্চা করত। এজন্য সে সাবলীলভাবে, শুদ্ধ করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তার অফিসের লোকজন বলেন, "আশরাফ সাহেব, আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন।"

সাবিহা আর আশরাফের ঘটনাগুলো আমরা পড়লাম। আমরা দেখলাম শিক্ষাজীবনের সাথে কর্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসলে মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপ একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। একটি ধাপে যাওয়ার জন্য আগের ধাপে সাফল্য লাভ করা জরুরি। শুধু তাই নয়, জীবনের বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন পথ বাছাই করতে হয়। একেক পথ একেক ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেয়। আবার কিছু কর্মসংস্থানের পথ বন্ধও হয়ে যায়। তাই আমাদের প্রতিটি ধাপ যেমন সফলভাবে পার হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, তেমনিভাবে নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, ক্ষমতা বিচার করে সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে। পরবর্তী পাঠসমূহে আমরা উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের সাথে কর্মসংস্থানের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানব।

দলগত কাজ :

দলে বসে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আলোচনা কর–

১. সাবিহা কেন বিজ্ঞান শাখায় পড়তে চেয়েছিল? তার স্বপ্নপূরণ হওয়ার পথে বাধা কী?

২. আশরাফের শিক্ষাজীবন কীভাবে তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩. তুমি ভবিষ্যতে কী হতে চাও? এজন্য তোমায় কোন বিষয় পড়তে হবে? সেজন্য তোমাকে কোন শাখা বেছে নিতে হবে?

পোর্টফোলিও

পোর্টফোলিও হলো শ্রেণিকক্ষ ও বাড়িতে তোমার করা কাজ ও তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যের সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের কাজটি করার দায়িত্ব তোমার। এজন্য তোমার পড়ালেখা, আগ্রহ, সামর্থ্য, সম্ভাব্য পছন্দের পেশা ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় করলে ভালো হয়। এতে এটি পৃথকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত সব পৃষ্ঠা একত্র করে তোমার পোর্টফোলিও তৈরি হবে। প্রস্তুতকৃত পোর্টফোলিওতে তোমার ইচ্ছা, আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জমা থাকবে। প্রয়োজনে তুমি এগুলো প্রায়ই পড়ে দেখতে পারবে। এতে তোমার ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও পেশা বা কর্ম নির্বাচন করা সহজ হবে। এগুলো সংগ্রহের জন্য তুমি একটি সুন্দর ফাইল তৈরি করতে পারো।

যে কাজগুলো পোর্টফোলিওর জন্য সংগ্রহ করতে হবে সেগুলোতে একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

> **দলগত কাজ :**
> এসো দলে বসে আলোচনা করে আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি। প্রয়োজনে কিছু অংশ শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে লিখি।

পঠিত বিষয় (যেমন– ইংরেজি/বাংলা এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. ইংরেজি/বাংলা বিষয়ে আমরা কী কী শিখি? কী কী দক্ষতা অর্জন করি?

....

....

২. যোগাযোগ দক্ষতা কী?

....

....

৩. এমন ৩টি দৈনন্দিন কাজ উল্লেখ কর যা করার জন্য আমাদের ভালো যোগাযোগ দক্ষতার প্রয়োজন হয়–

ক) ....

খ) ....

গ) ....

৪. ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে তোমাদের কোন ৪টি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে?

....

....

৫. নবম ও দশম শ্রেণিতে যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য কী কী বিষয় তোমাকে সহায়তা করে?

....

....

৬. এমন ৫টি পেশার নাম লেখ যেখানে খুব ভালো যোগাযোগ দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

....

....

৭. এর মধ্যে এমন কোনো পেশা রয়েছে কিনা যা তুমি ভবিষ্যতে বেছে নিতে চাও? তাহলে সেটি কী?

....

....

পঠিত বিষয় (যেমন–গণিত এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. দৈনন্দিন জীবনের কী কী কাজ করতে গণিতের প্রয়োজন হয়? (কয়েকটি উদাহরণ দাও)

....

....

২. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত গণিত বিষয়ে তোমরা কী কী ধরনের বিষয়বস্তু চর্চা করেছ?

....

....

৩. তোমরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত গণিতের যে বিষয়বস্তু পড়েছ তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পার?

....

....

৫. নবম ও দশম শ্রেণিতে গণিত সংক্রান্ত কী কী বিষয়বস্তু রয়েছে?

....

....

৬. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেখানে গণিতের প্রয়োগ বেশি।

....

....

পঠিত বিষয় (যেমন– বিজ্ঞান এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. বিজ্ঞান বিষয় পড়ে তুমি কী কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করেছ?

....

....

২. এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন কী কী কাজে তুমি ব্যবহার করে থাক?

....

....

৩. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে বিষয়বস্তু পড়েছ তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পারবে।

....

....

৪. নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞানের কী কী বিষয় রয়েছে?

....

....

৫. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেগুলোতে বিজ্ঞান বিষয়টি সরাসরি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়।

....

....

৬. এর মধ্যে এমন কোনো পেশা কি রয়েছে যা তুমি বেছে নিতে চাও? থাকলে সেটি/সেগুলো কী?

....

....

পঠিত বিষয় (যেমন– বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা)

১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় পড়ে তুমি কী কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করেছ?

....

....

২. এই দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন কী কী কাজে তুমি ব্যবহার করে থাক?

....

....

৩. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে যে বিষয়বস্তু পড়েছে তা দিয়ে কী কী ধরনের কাজ করতে পার?

....

....

৪. নবম ও দশম শ্রেণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এর সাথে সংশিষ্ট কী কী বিষয় রয়েছে?

....

....

৫. এমন কিছু পেশার নাম লেখ যেগুলোতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরাসরি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়।

....

....

৬. এর মধ্যে এমন কোন পেশা কি রয়েছে যা তুমি ভবিষ্যতে বেছে নিতে চাও? থাকলে সেটি/সেগুলো কী?

....

....

পাঠ : ১১

আমার জানার আগ্রহ

নিজের শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন পছন্দের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'আগ্রহ'। আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের আগ্রহ কোন দিকে। অনেক সময় আগ্রহ ছাড়াই পড়ার কারণে শিক্ষার্থীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

ঘটনা ১ : সালামের বাসায় গণিত চর্চার খাতা দেখে তার বড় বোন অবাক। প্রতিটি পৃষ্ঠার কোণায় কোণায় কী যে সুন্দর কারুকাজ! আর কয়েক পৃষ্ঠা পর পরই নানা ছবি আঁকা। চিত্রগুলো এঁকেছে সালাম। বড় বোন সাদিয়া বলল, 'বাহ্ তোর আঁকার হাত তো বেশ ভালো।' সালাম বলল, "আমার আঁকতে খুব ভালো লাগে। সুন্দর সুন্দর আঁকা ছবির প্রতিও আমার অনেক আগ্রহ। আমি বড় হয়ে চিত্রশিল্পী হতে চাই। তাই উচ্চমাধ্যমিক পাস করে চারু ও কারুকলা নিয়ে পড়তে চাই।"

সালামের আগ্রহ আঁকার দিকে। তোমার আগ্রহ কীসে? চলো একটু চিন্তা করে তা বের করার চেষ্টা করি।

একক কাজ :

চারটি বিষয়ে (লোকজন, তথ্য, জিনিসপত্র, সৃজনশীলতা) তোমার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ উল্লেখ কর। এক্ষেত্রে প্রতি অংশে যে বিবৃতিগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পড়ে তোমার জন্য সত্য হলে হ্যাঁ মিথ্যা হলে না এর ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

মানুষ লোকজন

বিবৃতি	হ্যাঁ	না
আমি শিশুদের সঙ্গ দিতে এবং তাদের সাথে খেলা করতে ভালোবাসি।		
আমি বন্ধুদের সমস্যা মন দিয়ে শুনি।		
কোনোকিছু কীভাবে করতে হয় তা মানুষকে শেখাতে আমার ভালো লাগে।		
অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করতে আমার ভালো লাগে।		
কোনো দল বা সংগঠনের কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে ভালো লাগে।		
সাধারণ মানুষজনের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।		
আমি প্রতিবেশিদের সাথে মেলামেশা করি।		
মোট		

তথ্য

বিবৃতি	হ্যাঁ	না
আমার পছন্দের কোনো বিষয় সম্পর্কে আমি জানার চেষ্টা করি।		
আমি নিয়মিত দৈনিক সংবাদপত্র পড়তে ভালোবাসি।		
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আমার ভালো লাগে।		
আমি সংখ্যা ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি।		
বাজারের হিসাব বা অন্যান্য হিসাব রাখতে আমার ভালো লাগে।		
আমি বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেট সংগ্রহ করি।		
আমি বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পছন্দ করি।		
মোট		

বস্তু/সামগ্রী

বিবৃতি	হ্যাঁ	না
আমি নিজেই আমার খেলাধুলার সামগ্রী তৈরি করি।		
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত করতে আমার ভালো লাগে।		
সেলাই বা অন্যান্য হাতের কাজ করতে ভালোবাসি।		
কাঠ দিয়ে কিছু তৈরি করতে আমার ইচ্ছে করে।		
ক্যালকুলেটরের ব্যবহার আমার বেশ প্রিয়।		
ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করতে আমার ইচ্ছা করে/ভালো লাগে।		
আসবাবপত্র, বাড়ি-ঘর, মাঠ ইত্যাদির নকশা তৈরি করতে আমার ভালো লাগে।		
মোট		

সৃজনশীলতা

বিবৃতি	হ্যাঁ	না
আমি একটি কক্ষকে সাজাতে পছন্দ করি।		
আমি কবিতা বা গল্প লিখতে ভালোবাসি।		
স্কুলের বা অন্য কোনো ধরনের পত্রিকা প্রকাশে আমি আগ্রহী।		
ছবি আঁকতে ও রঙ করতে আমার ভালো লাগে।		
নাটক/মঞ্চে অভিনয় করতে ভালো লাগে/ ইচ্ছা করে।		
কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ভালো লাগে।		
নতুন কোনো জিনিস তৈরি/আবিষ্কার করতে পছন্দ করি।		
মোট		

এবারে প্রত্যেক অংশে কয়টি হ্যাঁ আর কয়টি না উত্তর এসেছে তা হিসাব করে সবচেয়ে নিচে মোটের ঘরে বসাই। দেখ তো কোন অংশের জন্য তোমার 'হ্যাঁ' উত্তরটি সবচেয়ে বেশি এসেছে? যে অংশে হাঁ বেশি এসেছে সেটিই তোমার আগ্রহের দিক। নিচে তোমার আগ্রহের বিষয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

- ❐ মানুষ/লোকজন
- ❐ তথ্য
- ❐ বস্তু/সামগ্রী
- ❐ সৃজনশীলতা

পাঠ : ১২

আমার দক্ষতা ও সামর্থ্য

ঘটনা : আজ চিন্তাপুর হাইস্কুলের পিকনিক। পিকনিকের যাবতীয় খরচের হিসাব-নিকাশের দায়িত্বে ছিল মাইকেল। সে সকল শিক্ষার্থীর চাঁদার হিসাব রেখেছে, তাদের চাঁদার রসিদ লিখে দিয়েছে। একেক জন একেক খাতে খরচ করেছে আর সব খরচের রসিদ জমা দিয়েছে মাইকেলকে। সে সকল রসিদ সংগ্রহ করে খরচের হিসাব মিলিয়েছে। এমনকি যখন পিকনিক স্পটে পুরস্কার বিতরণী হচ্ছিল তখনো সে হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত। বাসে করে সবাই গান গাইতে গাইতে ফিরছিল। মাইকেল তাদের শ্রেণি শিক্ষককে হিসাবের খাতাটি বুঝিয়ে দিল। ম্যাডাম খুব খুশি হলেন। বাস থেকে নামার আগে ম্যাডাম সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন। আর বললেন, 'মাইকেল চমৎকারভাবে হিসাব-নিকাশের কাজটি করেছে। এ বিষয়ে সে আসলেই দক্ষ। সে নিশ্চয়ই বড় হয়ে হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে'। সবাই মাইকেলের জন্য হাততালি দিয়ে উঠল।

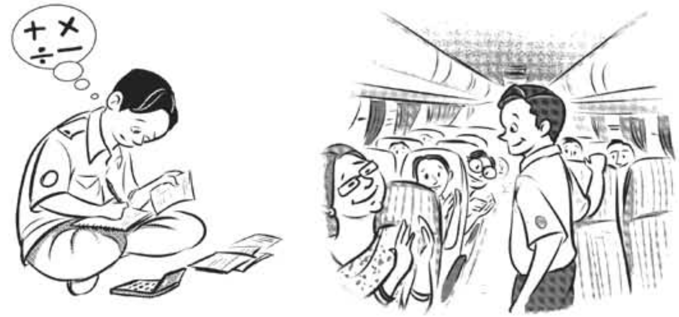

একক কাজ :
এখানে চারটি বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতার কথা উল্লেখ করা আছে। এর মধ্যে যেগুলো তোমার আছে সেগুলোর ডান পাশে টিক চিহ্ন দাও। এই পৃষ্ঠাগুলোও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করবে।

মাইকেল হিসাব-নিকাশে দক্ষ। কেউ হয়তো গান-বাজনায় দক্ষ, কেউ রান্নায় দক্ষ, কেউ কাজে নেতৃত্ব দিতে দক্ষ। তুমি কোন ধরনের কাজে পটু তা কি ভেবে দেখেছ? চলো আমরা তা একটু বের করার চেষ্টা করি।

মানুষজন

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	√
পড়ানো	
সেবা করা	
অন্যদেরকে গুরুত্ব দেওয়া	
আপ্যায়ন	
অংশগ্রহণ করা	
নেতৃত্ব দেওয়া	
অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা ও সমব্যথী হওয়া	
বস্তু বা পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা	
মোট (√)	

বস্তুসামগ্রী

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	√
জিনিসপত্র মেরামত করা	
সাইকেল চালানো	
বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগানো	
কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা	
খাবার তৈরি করা	
সেলাই মেশিন চালানো	
কাঠের কাজ	
কোনো কিছু তৈরি করার কাজ	
মোট (√)	

তথ্য

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	√
হিসাব-নিকাশ বা তথ্য সংরক্ষণ	
পরিসংখ্যান	
গবেষণা	
কোনো দ্রব্য বা চিন্তাভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা	
সমস্যার অনুসন্ধান করা	
বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে সাজানো	
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো	
তথ্য সংগ্রহ	
মোট (√)	

সৃজনশীলতা

তোমার কোন সামর্থ্যটি রয়েছে?	√
গল্প ও কবিতা লেখা	
কাগজ দিয়ে খেলনা তৈরি	
নতুন জিনিসের নকশা তৈরি করা	
ছবি আঁকা	
নতুন বস্তুসামগ্রী আবিষ্কার করা	
অভিনয় করা বা গান গাওয়া	
কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজানো	
নতুন কোনো সংগঠন বা কার্যক্রমকে সংগঠিত করা	
মোট (√)	

পাঠ : ১৩

আমাদের আগ্রহ ও সামর্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক

সব সময়ই মানুষের যে বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, সে বিষয়েই সে দক্ষ হবে এমনটি নাও ঘটতে পারে। আবার যে বিষয়ে একজন দক্ষ সে বিষয়ে তার তেমন আগ্রহ নাও থাকতে পারে। আগ্রহ হলো কোনো কাজ করার ইচ্ছা আর দক্ষতা বা সামর্থ্য হলো কাজ করার ক্ষমতা। আমাদের যদি কোনো বিষয়ে আগ্রহ থাকে তবে তা অর্জন করা সহজ। এখন আমরা একটি গল্পের মাধ্যমে জানব আগ্রহ কিভাবে সামর্থে পরিণত হয়েছে।

আগ্রহ ও সামর্থ্য

সাইফের রান্নার ব্যাপারে খুব আগ্রহ। খবরের কাগজে বিভিন্ন রান্নার পদ্ধতি সে পড়ে, সংগ্রহ করেও রাখে। টিভির বিভিন্ন রান্নার অনুষ্ঠান সে মন দিয়ে দেখে। কিন্তু সে কখনো রান্না করেনি, কীভাবে করতে হয় তাও জানে না। তার আগ্রহ দেখে তার মা বললেন, 'সাইফ, আজ থেকে তুমি প্রতিদিন আমার সাথে একটু একটু করে রান্না শিখবে। এতে একদিন তুমিও ভালো রান্না করতে পারবে।' এক বছর পর সাইফ রাতে খাবার পরিবেশন করছে। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে তার নিজের রান্না করা ভাত, সরষে দিয়ে ইলিশ, পালংশাক ভাজি ও ডাল ভর্তা এনে সাজিয়ে দিল। সবাই খুব তৃপ্তি নিয়ে খেল। তার ছোট বোন তো বলেই বসল, 'এর পর থেকে ভাইয়াই রান্না করুক না মা।' সাইফ হেসে বলল 'আগে আমার রান্নার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আমি রান্না করতে পারতাম না। এখন আমি আমার আগ্রহের বিষয়টি শিখে নিয়েছি।' এভাবেই সাইফের আগ্রহ সামর্থ্যে পরিণত হলো।

জোড়ায় কাজ :

সাইফের মতো তোমারও কি কোনো বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে? তোমার পাশের বন্ধুটির সাথে তা আলোচনা করে কিভাবে সামর্থ্যে পরিণত করা যায় উপস্থাপন কর।

একক কাজ :

তোমার আগ্রহ আছে কিন্তু সে বিষয়ে দক্ষতা নেই অথবা দক্ষতার ঘাটতি আছে। তাহলে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে পরিবারের সদস্য ও অন্যদের সাথে আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন লেখ।

১. যে বিষয়ে তোমার আগ্রহ আছে সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন কি সম্ভব?
২. যদি সম্ভব হয় তবে কীভাবে? এক্ষেত্রে কারা, কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারে? তোমার করণীয় কী?
৩. যদি সম্ভব না হয় তবে কেন? এক্ষেত্রে আরেকটি বিকল্প আগ্রহ বেছে নাও।

পাঠ : ১৪ হতে ১৮

ব্যক্তিত্ব ও পেশা নির্বাচন

আমাদের ব্যক্তিত্ব হলো আমাদের আবেগ-অনুভূতি ও আচার-আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একটি সামগ্রিক রূপ। কেউ বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকতে পছন্দ করে, এটি তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। কেউ আবার পছন্দ করে বাইরে গিয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে হৈ-হুল্লোড় করতে, এটি তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিত্ব ও কর্মসংস্থান

আদিবা একটি বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে বের হয়েছে। যারা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তারা মনে করছেন, যে কাজটির জন্য তারা নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন তার জন্য আদিবাই উপযুক্ত। আদিবা বেশ হাসি-খুশি, উচ্ছল এবং সবার সাথে কথা বলতে ভালোবাসে। স্কুলের ছোট্ট ছেলেমেয়েদের শিক্ষক হিসেবে এ রকম ব্যক্তিত্বের একজনকেই তারা খুঁজছেন। তাছাড়া ছোট শিশুদের পড়ানোর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও আদিবার রয়েছে।

দলগত কাজ :
দলে বসে নিচের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন কর–
যারা আদিবার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তারা কেন স্কুলের শিক্ষক হিসেবে তাকে উপযুক্ত মনে করছেন?

একক কাজ :
মানুষের ব্যক্তিত্ব কীভাবে তার কর্মজীবনকে প্রভাবিত করে তার বর্ণনাসহ একটি গল্প তৈরি কর।

ব্যক্তিত্ব

এসো আজকে একটি খেলার মাধ্যমে একজন আরেকজন সম্পর্কে জানি। নিচের ছকটি পূরণ কর। এজন্য ক্লাসে নিচের তালিকার সাথে মিলিয়ে আরেকজনকে খুঁজে বের কর এবং তার নাম ও স্বাক্ষর সংগ্রহ কর।

	তোমার আর তার পছন্দের বিষয় (subject) একই
তোমার আর তার পছন্দের টেলিভিশনের অনুষ্ঠান একই	তোমাদের শখ একই রকম
তোমরা দুজনে একইভাবে (হেঁটে/সাইকেলে....) স্কুলে আস।	যে বাসায় কোনো পশুপাখি পোষে
এমন একজন যার পরিবারের কেউ একজন শিক্ষক	এমন সহপাঠী যে সাঁতার জানে
	যে সহপাঠী বাগান করে।

ব্যক্তিত্ব মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেক ব্যক্তিত্বের মানুষ একেক ধরনের কাজ পছন্দ করে। আবার একেক ব্যক্তিত্বের মানুষ একেক ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত। আদিবার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য উচ্ছলতা। যা তার কর্মজীবন নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। তোমার ব্যক্তিত্ব কেমন তা কি তুমি জানার চেষ্টা করেছ? এসো চেষ্টা করে দেখি।

একক কাজ :

তোমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার জন্য নিচের চারটি অংশে দেওয়া তথ্যগুলো তোমার জন্য সত্য হয়ে থাকলে পাশের ঘরে টিক চিহ্ন দাও।

লোকজন

তুমি কি..........	√
আশপাশের মানুষের সাথে হাসিখুশি আচরণ কর?	
বন্ধু ও পরিবারের সবাইকে সাহায্য কর?	
দলে কাজ করার সময় সহযোগিতাপূর্ণ?	
অন্যের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন?	
কোনো দল বা সংগঠনের নেতা/নেত্রী?	
নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে আগ্রহী?	
মানুষের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব বিস্তারকারী?	
অন্যের প্রতি সহমর্মিতাসুলভ (understanding) আচরণ কর?	
মোট (√)	

তথ্য

তুমি কি..........	√
তথ্য সংগ্রহ কর?	
হিসাব-নিকাশ কর?	
সংখ্যা ও পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করতে চাও?	
গবেষণায় আগ্রহী?	
তথ্য সংরক্ষণ কর?	
তথ্য সাজাতে পছন্দ কর?	
তথ্য আদান-প্রদানে আগ্রহী?	
মোট (√)	

বস্তু/সামগ্রী

তুমি কি..........	√
জিনিসপত্র মেরামত করতে পছন্দ কর?	
মানুষের চাইতে যন্ত্রপাতি এবং বস্তু/সামগ্রী নিয়ে কাজ করতে বেশি ভালোবাস?	
সাইকেল চালনায় পারদর্শী	
খাবার তৈরি করতে পছন্দ কর?	
কাঠের কাজ করতে জান?	
সেলাই বা হাতের কাজ করতে পার?	
কোনো কিছু করা বা চালানোর ব্যাপারে উৎসাহী/অনুসন্ধিৎসু?	
কাজের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার কর?	
মোট (√)	

সৃজনশীলতা

তুমি কি..........	√
কোনো ঘটনা কেন এবং কীভাবে ঘটছে তা জানতে ইচ্ছুক?	
যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয় সেখানে কাজ করতে আগ্রহী?	
কোনো কিছু করার জন্য নতুন পন্থা খুঁজতে পছন্দ কর?	
শৈল্পিক/শিল্পমনা?	
নিজের রুটিন নিজেই তৈরি করতে ভালোবাস?	
কাজকর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রে বহুমুখী ও নমনীয়?	
লেখায় বা আঁকার মাধ্যমে সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পার?	
মোট (√)	

এবারও আগেরমতো (√) চিহ্নগুলো যোগ করে দেখ তোমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে কোন ক্ষেত্রের প্রভাব বেশি।

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো

শাকিল, জামিল আর মিলা তিন বন্ধু একসাথে এইচএসসি পর্যায়ে পড়ালেখা করেছিল। প্রায় ছয় বছর পর এক বন্ধুর বাসায় তাদের দেখা হলো। পাস করে শাকিল ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে পড়ে এখন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। জামিল মাষ্টার্স পাস করে একটি কলেজের শিক্ষক। মিলা অনার্স ও মাস্টার্স করে এখন ব্যবসা করছে। আজ তারা নিজের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছে। তারা সবাই একমত যে তারা, যে ধরনের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাই তারা করছে।

শাকিল বলল: আমার ইচ্ছা ছিল আমি ভালো চাকরি করব, আমার গ্রামের উন্নয়ন করব। আমি তা করতে পেরেছি।

জামিল বলল: মিলা, তোমার ভয় করে না, ব্যবসায় তো অনেক ঝুঁকি।

মিলা বলল: নারে, আমার ঝুঁকি মোকাবেলা করতেই ভালোলাগে। তাইতো ব্যবসাটাই বেছে নিয়েছি। তোর তো মনে হয় এখনো অনেক লেখাপড়া করতে হয়, যেহেতু শিক্ষার্থীদের পড়াস!

জামিল বলল: তা তো বটেই। আমার এটা ভালো লাগে। শিক্ষক হিসেবে সবাই আমাকে সম্মান করে।

দলগত কাজ :
উপরের গল্পটি পড়েছ তো। গল্পটির আলোকে ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার গুরুত্ব আলোচনা করে উপস্থাপন কর।

মিলা (সফল ব্যবসায়ী) জামিল (সফল শিক্ষক) শাকিল (সফল চাকরিজীবী)

কর্মক্ষেত্রে আমরা যেসব বিষয়কে মূল্য দেই

মিলা, জামিল, শাকিল– এরা প্রত্যেকেই জানত পেশা থেকে তারা সবচেয়ে বেশি কী আশা করে। সে অনুযায়ী তারা তাদের পেশা পছন্দ করেছে।

এসো তোমাদেরকে একজন সফল ব্যক্তির গল্প শুনাই যিনি তোমাদের পরিচিত। তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভালো লাগতো নদী, অবারিত প্রকৃতি আর মানুষ। আর এসব কিছুই সে ফুটিয়ে তুলতো রং তুলিতে আঁকা চিত্রে। তাঁর আঁকা চিত্রে মানুষ আর প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠতো। ছেলেবেলা থেকে তিনি তাঁর আগ্রহ ও সামর্থ্যের সংযোগে নিজেকে প্রস্তুত করেন। তাঁর তীব্র মানসিক চাওয়া তাকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে চিত্রকলাকেই প্রাধান্য দেন। যদিও সে সময়ে এদেশে চিত্রকলার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ ছিল না। জয়নুল তার বন্ধু ও সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন আর্ট ইনস্টিটিউট। যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত।

শিশুকাল থেকে তাঁর আগ্রহ, সামর্থ্য ও লালিত স্বপ্নই তাঁকে চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর খ্যাতি ও যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরবর্তীতে এদেশের মানুষ তাকে শিল্পাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ভালোবেসে চিত্রকলাকে পেশা হিসাবে নির্বাচন করে এদেশে চিত্রকলা পেশার সূচনা করেন।

নিচে কয়েকটি বিষয় আছে। এর মধ্যে কোনগুলো তোমার পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তা বের করতে হবে। তালিকার শেষে ২টি পয়েন্ট শূন্য রাখা আছে। ইচ্ছে করলে সেখানে তুমি আরও কিছু বিষয় লিখে নিতে পারো যা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলোর মধ্যে তোমার কাছে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে প্রথম স্থান দাও। তারপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে দ্বিতীয় স্থানে দাও। এভাবে যেটি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সেটিকে সর্বশেষ দশম স্থানে দাও।

পেশা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১. এডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চ– এমন একটি পেশা যেখানে ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

২. ক্ষমতা-ক্ষমতা অনুশীলন ও প্রয়োগের সুযোগ থাকা।

৩. সৃজনশীলতা– কোনো কিছু করার নতুন পন্থা খুঁজে বের করা।

৪. অন্যকে সাহায্য করা– অন্যদের সহযোগিতা ও সেবার জন্য কাজ করা।

৫. অধিক আয়– অধিক উপার্জন করা।

৬. বিভিন্ন দায়িত্বের সমন্বয়– বিভিন্ন ধরনের কাজ করা।

৭. স্বাধীনতা– নিজের কাজ কীভাবে করবে তা নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা।

৮. নেতৃত্বের চর্চা– কোনো কাজে নেতৃত্ব দেওয়া।

৯.

১০.

এবারে তুমি তোমার বিবেচনায় গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী বিষয়গুলোকে তালিকাবদ্ধ কর।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

কোন পেশা বেছে নেব?

আমরা আমাদের আগ্রহ, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব, কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বের করার চেষ্টা করেছি। এবারে সেগুলো একনজর দেখি। সাথে আরও কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করি−

> **একক কাজ :**
> তোমার জানা সব ধরনের পেশা/কাজের নাম লিখ। একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে দেয়ালে লাগাও। এগুলোকে আগের মতো ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করতে পার।

সারসংক্ষেপ

১. আমার আগ্রহ মূলত যে বিষয়টিতে কেন্দ্রীভূত−
.... লোকজন .... তথ্য .... বস্তুসামগ্রী .... সৃজনশীলতা

২. আমার দক্ষতা বা সামর্থ্য মূলত যে বিষয়টিতে কেন্দ্রীভূত−
❐ লোকজন ❐ তথ্য ❐ বস্তুসামগ্রী ❐ সৃজনশীলতা

৩. আমার ব্যক্তিত্বে যে বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য রয়েছে−
❐ লোকজন ❐ তথ্য ❐ বস্তুসামগ্রী ❐ সৃজনশীলতা

৪. উপরের প্রতিটি থেকে মোট−
.... লোকজন .... তথ্য .... বস্তুসামগ্রী .... সৃজনশীলতা

৫. আমার পেশা নির্বাচনে যে ৩টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ−
ক) ....
খ) ....
গ) ....

৬. এসব কিছু বিবেচনায় আমার কাছে যে পেশা বা কাজগুলো সম্পর্কযুক্ত মনে হয় সেগুলো হলো (তালিকা থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে) −
....

৭. বিদ্যালয়ের যে বিষয়গুলো (subject) আমার এ পেশা/কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ−
....

৮. এজন্য আমার যে সকল দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন করা প্রয়োজন−
....

একক কাজ ঃ

পেশা/কাজের পারিবারিক বৃক্ষ

তোমার পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে পরিবারের অন্যদের (দাদা, দাদি, নানা, নানি, চাচা, ফুপু, মামা, খালা ....) পেশা/কাজ কী ছিল তা জেনে নিয়ে তা দিয়ে একটি বৃক্ষ তৈরি কর। নিচের ছবির মতো করে এই তথ্যগুলো উপস্থাপন কর।

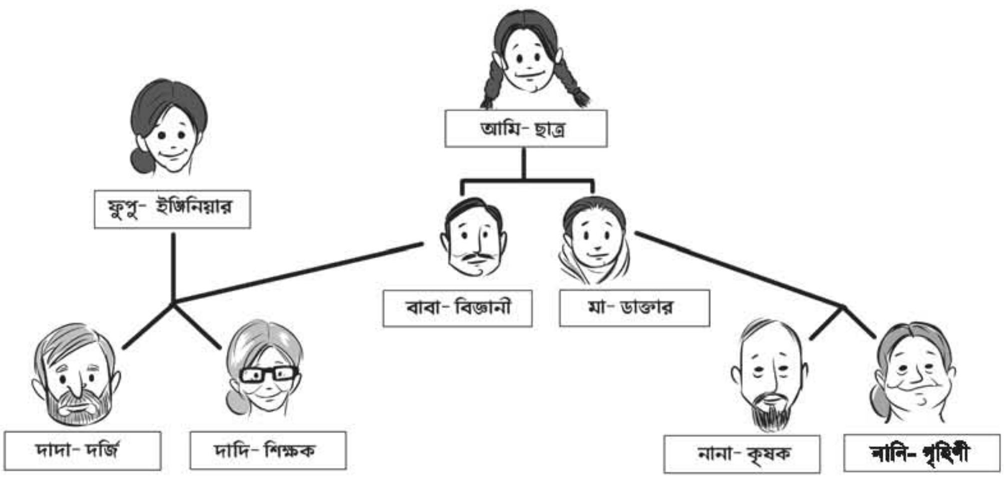

ভালো করে চিন্তা করে বের কর তোমার কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষার পথটি কেমন হবে। এজন্য নিচের ছবিটি ব্যবহার করতে পার।

প্রয়োজন হলে একাধিক স্বপ্নের পেশা নির্বাচন করে একাধিক পথের নকশা তৈরি করতে পার। এটিও তোমার পোর্টফোলিওতে যুক্ত কর।

পাঠ : ১৯ ও ২০

নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ি

সাব্বির মন খারাপ করে নদীর ধারে বসে পানিতে ঢিল ছুড়ছিল। পলক এসে তার পাশে বসে কাঁধে হাত রাখল। বলল 'কী খবর বন্ধু!' সাব্বির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল 'বেকার মানুষের আবার কী খবর?'।

পলক : তুই বেকার থাকতে চাইলে কার কী করার আছে?

সাব্বির : কত চাকরি খুঁজলাম। কোথাও হলো না। মা মন খারাপ করে থাকেন, বাবা বকাবকি করেন। বন্ধুরা যে যার কাজে ব্যস্ত। হতাশা পেয়ে বসেছে।

পলক : চাকরি না পেলে নাই। তুই নিজেই কিছু কর।

সাব্বির : নিজে? কীভাবে?

পলক : কত কিছুই তো করা যায়। তোদের পুকুরে মাছ চাষ করতে পারিস। পুকুর পাড়ে ফলজ, ঔষধি বা বনজ গাছ লাগাতে পারিস...

সাব্বির : আমি এমএ পাস ছেলে, লোকে কী বলবে?

পলক : শোন, নিজেই নিজের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে নেওয়ার মাঝে কোনো অসম্মান নেই, বরং রয়েছে গৌরব। তাছাড়া এখন তুই কি খুব সম্মান পাচ্ছিস?

সাব্বির চিন্তা করতে থাকল..................

৫ বছর আগের ঘটনা

৫ বছর পরের ঘটনা

পলক ঢাকায় থাকে। ঢাকা থেকে সে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছে। গ্রামে ঢুকতেই দেখে পুরাতন স্কুলের পাশে নতুন স্কুল হচ্ছে। গ্রামের লোক তাকে জানাল সাব্বির ভাই এই উদ্যোগ নিয়েছে। সে যেমন উপার্জন করে তেমনি ভালো কাজে ব্যয় করে। মাছ চাষ করে সে টাটকা মাছ বাজারে বিক্রি করে। গাছের ফল ঢাকায় বিক্রি হয় প্রতি মৌসুমে। এ থেকে যে আয় হয়েছে তা দিয়ে সে তার চাষ ও ব্যবসার কাজ বাড়িয়েছে। পলক সাব্বিরের বাড়ির দিকে রওনা হলো। পলককে দেখে সাব্বির ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। পলক বলল 'তোর সুখবর শুনে তোকে দেখতে এলাম।' সাব্বির বলল শুধু দেখলে হবে না। তুই বস। আমার পুকুরের মাছ, আর ক্ষেতের সবজি দিয়ে আজ তোকে খাওয়াব। যাওয়ার সময় এক বোতল মধু দিয়ে বলল 'আমি মৌমাছি থেকে মধুও চাষ করি। সেদিন তোর কথাটা না শুনলে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত।'

২০২০

আমাদের দেশে অনেক সময় শিক্ষাজীবন শেষে অনেকেই কোনো পেশা বা চাকরি পায় না। কারণ শিক্ষিত মানুষ বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় চাকরি বাড়ছে না। পছন্দমতো চাকরি বাড়ছে না। এমনকি অনেক মানুষ বাধ্য হয়ে তার ইচ্ছা, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক নেই এমন পেশা গ্রহণ করছে। এজন্য শুধু একটি পেশাকে নির্ধারণ না করে স্বপ্নের পেশা হিসেবে বেশ কয়েকটি পেশা নির্বাচন করা উচিত।

যেকোনো মানুষ সামান্য মূলধন (টাকা, জায়গাজমি, যন্ত্রপাতি.....) নিয়ে সাব্বিরের মতো নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করতে পারে। একে বলে আত্মকর্মসংস্থান। এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার আনন্দও পাওয়া যায়।

একক কাজ (বাড়ির কাজ)

- তোমার আত্মকর্মসংস্থানের পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখ

প্রতিবেদনের রূপরেখা

- নিজের আগ্রহের বর্ণনা
- নিজের সামর্থ্যের বর্ণনা
- নিজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা
- নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচনে যে বিষয়কে গুরুত্ব দাও তার বর্ণনা
- তোমার শিক্ষা পরিকল্পনা
- আত্মকর্মসংস্থান পরিকল্পনা
  - কী করতে চাও?
  - কীভাবে করতে চাও?
  - কাদের কাছ থেকে কতটুকু সাহায্য নেবে?
  - কী কী সম্পদের দরকার হবে এবং তার উৎস কি?
  - কীভাবে উপার্জন হবে?
  - পেশার সম্প্রসারণ করবে কীভাবে?
  - ঝুঁকিসমূহ ও তা দূর করার উপায় কী?

শিক্ষকের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠ : ২১– ৩০

বিদ্যালয়ের আয় সৃজনমূলক কর্মকাণ্ড (এসো আমরা নিজেরা কিছু করি)

তোমরা শিক্ষকের সহযোগিতায় নিচের কাজগুলো করবে।

দল গঠন ও কাজ বণ্টন–

যেমন- দল–১: কৃষিশিক্ষার বিষয়বস্তু ব্যবহার করে কৃষি সংক্রান্ত বিক্রয় উপযোগী দ্রব্য তৈরি কর।
দল–২: গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়বস্তু ব্যবহার করে বিক্রয় উপযোগী দ্রব্য তৈরি কর।

প্রত্যেক দল কী কী দ্রব্য তৈরি করবে তার তালিকা তৈরি করবে এবং প্রত্যেকে নিজেদের কাজ বুঝে নাও।
প্রত্যেকে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করবে ও অন্যদের তা তৈরিতে সাহায্য করবে।
দ্রব্যগুলোকে বিক্রয় আকর্ষণীয় এবং উপযোগী করবে ও দাম নির্ধারণ করবে।
মেলার জন্য স্থান ও সময় নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
মেলায় নিজেদের তৈরি জিনিস প্রদর্শন ও বিক্রি কর।
মেলা থেকে প্রাপ্ত অর্থ কী কাজে ব্যয় করা হবে তা নির্ধারণ কর।
মেলা থেকে কী কী শিখলে তা দলে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের **সবচেয়ে উপযুক্ত** উপায় কোনটি?
ক. প্রশিক্ষণ গ. বই পড়ে শেখা
খ. আত্মীয়দের কাছে শেখা ঘ. টিভি দেখে শেখা

২. নিজের কর্মসংস্থান নির্বাচনের সময় কোন বিষয়টি তুলনামূলকভাবে **কম গুরুত্বপূর্ণ**?
ক. আগ্রহ গ. বন্ধুর ইচ্ছা
খ. সামর্থ্য ঘ. ব্যক্তিত্ব

৩. পোর্টফলিও হলো–
i. তোমার সম্পর্কে তোমার বাবা-মায়ের ইচ্ছা ও আগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য
ii. তোমার দক্ষতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত তথ্য
iii. শ্রেণিকক্ষ ও বাড়িতে তোমার করা কাজ
নিচের কোনটি সঠিক
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. আত্মকর্মসংস্থানের ফলে ব্যক্তির-
i. আত্মসম্মানবোধ বাড়ে
ii. সাফল্যলাভের সুযোগ কমে যায়
iii. স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

সায়মা ছোটবেলা থেকেই মানুষের সেবা করতে চায়। সে অসুস্থদের সেবা করার লক্ষ্যে নার্সিং পেশা বেছে নেয়। কাজ আরও ভালো করার জন্য সে বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৫. উচ্চতর প্রশিক্ষণের ফলে সায়মার প্রধানত: কোনটির উন্নয়ন হবে?
ক. আবেগ খ. দক্ষতা
গ. আগ্রহ ঘ. আত্মবিশ্বাস

৬. সায়মা এই বিষয়টি অর্জন করতে পারে-
i. নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে
ii. হাতে-কলমে বেশি বেশি কাজ করে
iii. সাহসের সাথে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাদিয়া একটি গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়েছে। সে গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ধাঁধাঁ সমাধান করতে ভালোবাসে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির প্রতিও তার খুব আগ্রহ। সে তার মায়ের সেলাই মেশিনটি নষ্ট হলে মেরামত করে। সবাই তার এসব কাজে খুব খুশি।

ক. ব্যক্তিত্ব কী ?
খ. সামর্থ্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. সাদিয়ার প্রবণতাটি কোন ধরনের? বর্ণনা কর।
ঘ. অষ্টম শ্রেণি শেষে সাদিয়ার কোন শাখা নির্বাচন করা উচিত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

সমাপ্ত

২০২০

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৮ম-কর্ম ও জীবন

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য